BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার ৮

Lecture Content

আধুনিক যুগ-৩

☑ রবীন্দ্র পর্বের সাহিত্য

☑ রবীন্দ্র পর্বের কবিতা
- ♦ মোজাম্মেল হক
- ♦ কামিনী রায়
- ♦ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
- ♦ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
- ♦ শেখ ফজলল করিম
- ♦ যতীন্দ্রমোহন বাগচী

☑ কাজী নজরুল ইসলাম

♦ রবীন্দ্র পর্বের উপন্যাস

Content Discussion

শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

রবীন্দ্র পর্বের সাহিত্য

রবীন্দ্র পর্বের কবিতা

মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩০)

কাব্য: কুসুমাঞ্জলি (১৮৮১), অপূর্ব দর্শন কথা (১৮৮৫), প্রেমাহার (১৮৮৯), জাতীয় ফোয়ারা (১৯১২)।

উপন্যাস : 'জোহরা', দরফগাজী খান।

'জোহরা' উপন্যাসে গ্রাম্য মুসলমান সমাজের করুণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কন্যার মতামত অগ্রাহ্য করে আত্মীয়-স্বজনেরা বিয়ে দিতে গিয়ে জীবনে যে দুর্ভোগের সৃষ্টি করে তাই এ উপন্যাসের উপজীব্য।

মোজাম্মেল হক **'শান্তিপুরের কবি'** হিসেবে খ্যাত। তিনি ছিলেন বিখ্যাত 'মোসলেম ভারত' নামক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক।

কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)

কামিনী রায়ের জন্মস্থান বাকেরগঞ্জ জেলায়।

কাব্য: আলো ও ছায়া (১৮৮৯), মাল্য ও নির্মাল্য (১৯১৩)।

'আলো ও ছায়া' কামিনী রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

বাংলা সাহিত্যে দুঃখবাদী কবি বলা হয় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে (১৮৮৭-১৯৫৪)। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ হলো মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া, সায়ম, ত্রিযামা, নিশান্তিকা প্রভৃতি।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বাংলা সাহিত্যে ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ হলো বেনু ও বীণা, কুহু ও কেকা, সবিতা, বিদায় আরতি, তীর্থরেণু প্রভৃতি।

শেখ ফজলল করিম (১৮৮২-১৯৩৭)

রংপুর জেলার কাকিনা গ্রামে শেখ ফজলুল করিমের জন্ম। তিনি 'বাসনা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। নদীয়ার সাহিত্যসভা তাঁকে 'সাহিত্য বিশারদ' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর অমর পঙ্‌ক্তি-

' কোথায় স্বর্গ? কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর?
মানুষেরি মাঝে স্বর্গ-নরক-মানুষেতে সুরাসুর। '

যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮)

কাব্যগ্রন্থ: অপরাজিতা (১৯১৯), নাগকেশর (১৯১৭), নীহারিকা (১৯২৭), মহাভারতী (১৯৩৬)।
তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতা 'অন্ধবধূ'।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. 'জোহরা' উপন্যাসটি কার রচনা?

ক. নজিবর রহমান খ. মোজাম্মেল হক
গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী **খ**

২. নিচের কোন লেখক 'শান্তিপুরের কবি' হিসেবে খ্যাত?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. যতীন্দ্রমোহন বাগচী
গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. মোজাম্মেল হক **ঘ**

৩. নিচের কোন কাব্যগ্রন্থটির লেখক কামিনী রায়?

ক. মরুমায়া খ. আলোছায়া
গ. আলো ও ছায়া ঘ. বেণু ও বীণা **গ**

৪. বাংলা সাহিত্যের 'ছন্দের যাদুকর' হিসেবে পরিচিত কে?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. যতীন্দ্রমোহন বাগচী **গ**

৫. 'কোথায় স্বর্গ? কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর? মানুষেরি মাঝে স্বর্গ-নরক মানুষেতে সুরাসুর।'- এ পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে?

ক. মোজাম্মেল হক
খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. শেখ ফজলুল করিম
ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **গ**

কাজী নজরুল ইসলাম

তাঁর জীবন থেকে নেয়া:

- জন্ম: ২৪ মে, ১৮৯৯ খ্রি. (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ)।
- জন্মস্থান: ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে।
- মৃত্যু: ২৯ আগস্ট, ১৯৭৬ খ্রি. (১২ ভাদ্র, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, ৭৭ বছর বয়সে)।
- মৃত্যুস্থান: ঢাকা, বাংলাদেশ।
- মৃত্যুর কারণ: পিক্স ডিজিজ নামক মস্তিষ্ক রোগ (১৯৪২)।
- বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন ৪৩ বছর বয়সে।
- তাঁর পিতা: কাজী ফকির আহমদ এবং মা হলেন জাহেদা খাতুন। তাঁর পিতা ছিলেন স্থানীয় এক মসজিদের ইমাম।
- তাঁর পিতামহ: কাজী আমিনউল্লাহ।
- তিনি ছিলেন মা-বাবার ষষ্ঠ সন্তান।
- সমাধি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ।
- তিনি ছিলেন 'বাংলার নবজাগরণ' আন্দোলনের পথিকৃৎ।
- তিনি ছিলেন একধারে– কবি, ঔপন্যাসিক, গীতিকার, সুরকার, নাট্যকার, সম্পাদক।
- ডাক না: দুখু মিয়া, নজর আলী, তারা ক্ষেপা, হৈ হৈ কাজী, ব্যাঙ্গাচি।
- দাম্পত্য সঙ্গী: প্রমীলা দেবী (আশালতা সেনগুপ্তা, ডাক নাম দুলী) নার্গিস।
- ১৯২৪ সালের ২৪ এপ্রিল আশালতা সেনগুপ্তা দুলিকে বিয়ে করেন। তখন সে সময় নজরুলের বয়স ২৫ ও দুলির বয়স ১৬।
- ছেলের নাম: সব্যসাচী ও অনিরুদ্ধ।
- জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব: ব্রিটিশ ভারতীয় (১৮৯৯-১৯৪৭), ভারতীয় (১৯৪৭-১৯৭২), বাংলাদেশী (১৯৭২-৭৬)।
- প্রথম সন্তান– কাজী কৃষ্ণ মুহম্মদ জন্মের কয়েক মাস পর মারা যায়। দ্বিতীয় সন্তান– বুলবুল (১৯২৬-১৯৩০)। তার পুরো নাম- কাজী অরিন্দম খালেদ। সাড়ে তিন বছরে মারা যায়। বুলবুলকে তিনি 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' (১৯৩০) গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন।
- তিনি মোট ঢাকায় আসেন ১৩ বার। প্রথম আসেন ১৯২৬ সালের জুন মাসে।
- নজরুলকে স্থায়ীভাবে ঢাকা আনা হয় ১৯৭২ সালে।

তাঁর উপাধি ও ছদ্মনাম:

- উপাধি: বিদ্রোহী কবি, বাংলাদেশের জাতীয় কবি (১৯৭৪)।
- ছদ্মনাম: ধূমকেতু, কহনল মিশ্র, রূপকার, বুলবুল।

তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা:

পত্রিকার নাম	প্রকাশকার
নবযুগ (সান্ধ্য দৈনিক, যুগ্ম সম্পদাক)	১২ জুলাই, ১৯২০ খ্রি.
ধূমকেতু (অর্ধসাপ্তাহিক)	১২ আগষ্ট, ১৯২২ খ্রি.
লাঙ্গল (প্রধান পরিচালক ছিলেন নজরুল)	১৯২৫ খ্রি.

পুরুস্কার, পদক ও উপাধি

- **পুরস্কার:** স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৭৭)।
- **পদক:** একুশে পদক: ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক। জগত্তারিনী স্বর্ণপদক: ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক। 'পদ্মভূষণ পদক': ১৯৬০ সালে ভারত সরকার কর্তৃক।

তাঁর শিক্ষা জীবন:

- ১৯০৯ সালে ১০ বছর বয়সে গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।
- ১৯১০ সারে রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুল থেকে ষষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন।
- ১৯১৪ সালে ময়মনসিংহের ত্রিমালের দরিরামপুর স্কুল সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন।
- (১৯১৫-১৯১৭) সাল পর্যন্ত রাণীগঞ্জের সিরাসসোল রাজ স্কুলে অষ্টম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন।
- ময়মনসিংহের ত্রিশালে বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।

তাঁর কর্ম জীবন:

- ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২২ সালে তাঁর কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রকাশিত হলে ধূমকেতু প্রবন্ধ নিষিদ্ধ হয়। একই বছর ২৩ জানুয়ারি 'যুগবাণী' প্রবন্ধগ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হয়। ঐ দিনই তাঁকে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করা হয়।
- ১৯২৩ সালের ৭ জানুয়ারি নজরুল বিচারাধীন বন্দি হিসেবে আত্মপক্ষ সমর্থন করে এক জবানবন্দি প্রদান করে। ঐ বছরের ১৬ জানুয়ারি বিচারের পর নজরুলকে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
- পরবর্তীতে তাঁর সেই জবানবন্দি বাংলা সাহিত্যের 'রাজবন্দির জবানবন্দি' এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করে।
- তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'সঞ্চিতা' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন।
- তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' ব্রিটিশবিরোধী বাঙালি বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে উৎসর্গ করেন।
- 'বাঁধনহারা' উপন্যাসটি সাংবাদিক ও সাহিত্যিক নলিনীকান্ত সরকারকে উৎসর্গ করেন।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বসন্ত' গীতিনাট্যটি নজরুলের বন্দী অবস্থায় উৎসর্গ করেন। এই আনন্দে জেলে বসে নজরুল 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবিতাটি রচনা করেন।

নজরুল ও তাঁর কাব্যগ্রন্থ

অগ্নিবীণা :

- অগ্নিবীণা প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে (কার্তি, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ)।
- এটি নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ।
- এ কাব্যের প্রথম কবিতা 'প্রলয়োল্লাস'।
- 'বিদ্রোহী' এ কাব্যের দ্বিতীয় ও প্রধান কবিতা, যা ১৯২২ সালের সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- এ গ্রন্থে বিদ্রোহী কবিতাসহ মোট ১২টি কবিতা রয়েছে।
- কবিতাগুলো হলো– প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, রক্তাম্বরধারিণী মা, আগমনী, ধূমকেতু, কামালপাশা, আনোয়ার, রণভেরী, সাত-ইল-আরব, খেয়াপারের তরণী, কোরবানী, মোহররম।
- 'ধূমকেতু' ও 'রক্তম্বারধারিণী মা' রাজনৈতিক কবিতা।
- কাব্যটি বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে উৎসর্গ করা হয়।

'দোলন-চাঁপা':

- প্রকাশকাল– অক্টোবর, ১৯২৩ খ্রি. (আশ্বিন, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ)।
- নজরুলের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ।
- গ্রন্থটি ২১টি কবিতার সংকলন।
- তিনি জেলে রাজবন্দী থাকা অবস্থায় এটি প্রকাশিত হয়।
- এই গ্রন্থের প্রথম কবিতা– 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'।
- অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলো হলো– বেলাশেষে, পুবের চাতক, অবেলার ডাক, পূজারিণী, কবিরাণী।
- এটি মূলত প্রেম-প্রধান কবিতার বই।
- তিনি তাঁর স্ত্রীর আশালতাকে দোলন বা দুলি বলে ডাকতেন, সেখান থেকেই 'দোলনচাঁপা' নামটি গৃহীত হয়েছে।

'বিষের বাঁশি':

- প্রকাশকাল– ১৯২৪ খ্রি. (শ্রাবণ, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ)।
- এটি বিদ্রোহী প্রধান কাব্য যা তিনি নিজেই প্রকাশ করেন।
- এটি নজরুলের প্রথম নিষিদ্ধকৃত গ্রন্থ।
- ১৯২৪ সালেই এটি নিষিদ্ধ করা হয়।
- নিষিদ্ধ প্রত্যাহার করা হয় ১৯৪৫ সালের ২৭ এপ্রিল।

- উল্লেখযোগ্য কবিতা– বন্দীর-বন্দনা, চরকার গান, শিকল পরার গান, জাতের বজ্জাতি, সত্য-মন্ত্র প্রভৃতি।
- এ কাব্যের বৈশিষ্ট্য– নজরুলের কবিতার বলিষ্ঠতা, যৌবনের উদ্দাম শক্তি, উদার মানসিকতা ও সামাজিক সচেতনতা এবং গীতি প্রতিভা।

‘ভাঙ্গার গান’:

- প্রকাশকাল– ১৯২৪ খ্রি. (শ্রাবণ, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ)।
- এ বছরের ১১ নভেম্বর গ্রন্থটি নিষিদ্ধ হয়।
- এ গ্রন্থে ১১টি কবিতার মধ্যে প্রতিটিই বিদ্রোহাত্মক।
- এ কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা– জাগরণী, দুঃশাসনের রক্ত-পান।

‘ছায়ানট’:

- প্রকাশকাল– ১৯২৪ খ্রি.।
- এটি প্রেমপ্রধানমূলক কাব্য।
- উল্লেখযোগ্য কবিতা– চৈতী হাওয়া, বিদায় বেলায়।

‘পুবের হাওয়া’:

- প্রকাশকাল– ১৯২৫ খ্রি.
- এটিও প্রেমপ্রধান কাব্য।

‘চিত্তনামা’:

- প্রকাশকাল– ১৯২৫ খ্রি. (১৩৩২ বঙ্গাব্দ)।
- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর শোকাহত হয়ে নজরুল অর্ঘ্য, অকাল-সন্ধ্যা, সান্ত্বনা, ইন্দ্রপতন, রাজভিখারি নামে কয়েকটি কবিতা সমকালীন পত্রিকায় প্রকাশ করেন।
- এ কবিতাগুলোতে চিত্তরঞ্জনের প্রতি কবির আবেগ মিশ্রিত শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়।

‘সাম্যবাদী’:

- প্রকাশকাল– ডিসেম্বর, ১৯২৫ খ্রি.।
- এটি নজরুলের অসাধারণ ও মানবতাবাদী কাব্যগ্রন্থ।
- উল্লেখযোগ্য কবিতা– সাম্যবাদী, ঈশ্বর, মানুষ, পাপ, চোর-ডাকাত, বীরাঙ্গনা, কুলি-মজুর, নারী ইত্যাদি।
- এ কাব্যের সব কবিতা বিশ্লেষণাত্মক।

‘সর্বহারা’:

- প্রকাশকাল– ১৯২৬ খ্রি.।
- এটি বিদ্রোহহী প্রধান কাব্য।
- উল্লেখযোগ্য কবিতা– কাণ্ডারী হুঁশিয়ার, আমার কৈয়িয়ত।

‘ঝিঙেফুল’:

- এটি প্রকাশিত হয় ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে।

‘সিন্ধু হিন্দোল’:

- প্রকাশকাল– ১৯২৭ খ্রি.।
- কাব্যটি প্রেমপ্রধান।
- উল্লেখযোগ্য কবিতা– সিন্ধু দারিদ্র্য, অভিযান।

‘ফণিমনসা’:

- প্রকাশকাল– ১৯২৭খ্রি.
- এটি একটি বিদ্রোহী প্রধান কাব্য।
- এর উল্লেখযোগ্য কবিতা– সব্যসাচী, আশীর্বাদ।

‘সঞ্চিতা’:

- প্রকাশকাল– ১৯২৮ খ্রি.
- ৭৮টি কবিতা ও গান এ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।
- কবি নজরুল গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন ‘বিশ্বকবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু’ লিখে।
- জীবিতবস্থায় নজরুল এগুলোকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যসৃষ্টি বলে অনুমোদন করে গেছেন।

‘জিঞ্জিরা’:

- প্রকাশকাল– ১৯২৮ খ্রি.
- এটি বিদ্রোহী প্রধান কাব্য।
- উল্লেখযোগ্য কবিতা– উমর ফারুক, ভীরু, অগ্রপথিক।

‘সন্ধ্যা’:

- প্রকাশকাল– ১৯২৯ খ্রি.
- কাব্যটি বিদ্রোহমূলক।
- উল্লেখযোগ্য কবিতা– চল চল চল্, জীবন বন্দনা, কাল-বৈশাখী।
- বাংলাদেশের রণ সঙ্গীত ‘চল চল চল্’ এ কাব্যের অন্তর্গত।

‘চক্রবাক’:

- প্রকাশকাল– ১৯২৯ খ্রি.
- এটি প্রেম প্রধান কাব্য।

‘প্রলয় শিখা’:

- প্রকাশকাল– ১৯৩০ খ্রি.
- এ গ্রন্থটির জন্য তিনি ৬ মাস কারাভোগ করেন।

‘মরু ভাস্কর’:

- রচনাকাল– ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে।
- গ্রন্থকারে ছাপা হয় ১৯৫০ সালে (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ)।
- এ কাব্যের ৪টি সর্গে ১৮টি খণ্ড কবিতা স্থান পেয়েছে।
- গ্রন্থটি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনী নিয়ে রচিত।

‘সাতভাই চম্পা’:

- প্রকাশকাল– ১৯৩১ খ্রি.
- এটি একটি শিশুতোষ কাব্য।

‘নতুন চাঁদ’:

- প্রকাশকাল– ১৯৪৫ খ্রি.
- এটি একটি জীবনীমূলক কাব্যগ্রন্থ।

‘ঝড়’:

- প্রকাশকাল– ১৯৬০ ক্রি.
- এটি একটি জীবনীমূলক কাব্যগ্রন্থ।

‘ইসলামী কবিতা’:

- নজরুল ইসলামের ‘ইসলামী’ কবিতা। প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে।

নজরুল ও তাঁর কবিতা

‘মুক্তি’:

- এটি নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা।
- ১৩২৬ বঙ্গাব্দে ‘বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

‘প্রলয়োল্লাস’:

- এটি ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা।

‘বিদ্রোহী’:

- এটি ‘অগ্নিবীণা’র দ্বিতীয় কবিতা।
- ১৯২২ সালে ‘সাপ্তাহিক বিজলী’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

‘রক্তাম্বরধারিণী মা’:

- ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যের অন্তর্গত।

‘সাম্যবাদী’:

- কবিতাটি ‘লাঙ্গল’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

‘আনন্দময়ীর আগমনে’:

- কবিতাটি রচনার কারণে কবির কারাদণ্ড হয়েছিল।

‘কাণ্ডারী হুঁশিয়ার’:

- কবিতাটি ‘সর্বহারা’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

‘খেয়াপারের তরণী’:

- ঢাকার নবাব পরিবারের এক মহিলার অঙ্কিত ছবি দেখে কবিতাটি রচনা করেছিলেন।

‘পূজারিণী’:

- কবিতাটি ‘দোলন চাঁপা’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

‘বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি’:

- **কবিতাটি ‘চক্রবাক’ কাব্যের অন্তর্গত।**
- এখানে ‘গুবাক’ শব্দের অর্থ সুপারি।

‘প্রেমমূলক কবিতা’: বেদনা, অভিমান, মরমী, আকরুণ প্রিয়া, তুমি মোরে ভুলিয়াছ, সাজিয়াছি মৃত্যুর উৎসবে, চিরজনমের প্রিয়া।

কবিতার নাম	কাব্যগ্রন্থ	কবিতার নাম	কাব্যগ্রন্থ
সিন্ধু	সিন্ধু-হিন্দোল	চল্ চল্ চল্	সন্ধ্যা
অগ্রপথিক	জিঞ্জিরা	জীবন বন্দনা	সন্ধ্যা
সব্যসাচী	ফণি-মনসা	গাহি তাহাদেরই গান	সন্ধ্যা
মানুষ	সাম্যবাদী	মহররম	অগ্নিবীণা
আমি সৈনিক	যৌবনের গান	সংকল্প	তোষামোদ

নজরুল ও তাঁর নাটকসমূহ

ঝিলিমিলি:

- প্রকাশকাল– ১৯৩০ খ্রি. (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ)
- এটি নজরুলের প্রথম নাটক।
- তিনটি ছোট নাটকের সমন্বয়ে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। নাটক তিনটি হলো– ঝিলিমিলি, সেতুবন্ধ, শিল্পী।

নাটকের নাম	প্রকাশকাল
পুতুলের বিয়ে	১৯৩৩ খ্রি.
আলেয়া	১৯৩১ খ্রি.
ঝড়	১৯৬০ খ্রি.
মধুমালা	১৯৬০ খ্রি.
পিলে পটকা পুতুলের বিয়ে	১৯৬৪ খ্রি.

নজরুল ও তাঁর উপন্যাস

বাঁধনহারা (১৯২৭ খ্রি./১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) :

- ‘মোসলেম ভারত’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৯২১ খ্রি.।
- এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস।
- উপন্যাসে পত্র সংখ্যা ১৮টি।
- প্রধান চরিত্র হলো– নরুল হুদা, রাবেয়া, মাহবুবা, সাহসিকা।

❑ মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩১ খ্রি./১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) :

- ❖ এটি 'সওগাত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয় ১৩৩৪-১৩৩৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত।
- ❖ এটি একটি সামাজিক উপন্যাস।
- ❖ এটি নজরুলের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।
- ❖ ময়মনসিংহের ত্রিশাল অঞ্চলের ক্ষুধা-পীড়িত সাধারণ মানুষের জীবন এবং অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত।
- ❖ প্রধান চরিত্রগুলো– রুবি, আনসার, মোয়াজ্জেম, মেজ বৌ।
- ❖ নারী জীবনের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা এবং সমাজের বাস্তবচিত্র এই উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে।

❑ কুহেলিকা (১৯৩১ খ্রি./১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) :

- ❖ এই উপন্যাসটি সশস্ত্র বিপ্লবের পটভূমিতে রাজনৈতিক প্রসঙ্গে রচিত।
- ❖ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি সশস্ত্র বিপ্লবের উপর লিখিত দ্বিতীয় উপন্যাস (প্রথমটি শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী)।
- ❖ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'মাসিক নওরোজ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ আরম্ভ হয়।
- ❖ তার কিছুদিন পর নওরোজ বন্ধ হয়ে 'সওগাত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।
- ❖ উল্লেখযোগ্য চরিত্র– জাহাঙ্গীর, তাহমিনা, চম্পা, ফেরদৌস বেগম।
- ❖ নারী সম্পর্কে এ উপন্যাসে বলা হয়েছে, 'ইহারা মায়াবিনীর জাত। ইহারা সকল কল্যাণের পথে মায়াজাল পাতিয়া রাখিয়াছে। ইহারা গহন-পথের, কণ্টক, রাজপথের দস্যু।'

নজরুল ও তাঁর ছোটগল্প

❑ ব্যথার দান (ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ খ্রি.):

- ❖ এটি নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ এবং প্রথম গল্পগ্রন্থ।
- ❖ মোট ৬টি গল্প এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- ❖ গল্পগুলো হলো– ব্যথার দান, হেনা, অতৃপ্ত কামনা, বাদল বরিষণে, ঘুমের ঘোরে, রাজবন্দীর চিঠি।
- ❖ শেষ গল্পটি বাদে এই গল্পগুলোর ভাষা আবেগাশ্রয়ী, বক্তব্য নরনারীর প্রেমকেন্দ্রিক।

❑ রিক্তের বেদন (ডিসেম্বর, ১৯২৪ খ্রি.):

- ❖ এটি নজরুলের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ।
- ❖ অন্তর্ভূক্ত গল্পগুলো হলো– রিক্তের বেদন, বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী, মেহের- নেগার, সাঁজের তারা, রাক্ষুসী, সালেক, স্বামীহারা, দুরন্ত পথিক। প্রতিটি গল্পই সমকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- ❖ গল্পগুলোর প্রধান বিষয় প্রেম। তবে প্রেমকে কেন্দ্র করে পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও মনোবেদনাসমূহও উল্লেখযোগ্য।
- ❖ এ গ্রন্থে নারীদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে চিত্রায়ণ করা হয়েছে।

❑ শিউলিমালা (ডিসেম্বর, ১৯৩১ খ্রি./১৩৩৮ বঙ্গাব্দ):

- ❖ গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত গল্পসমূহ– পদ্ম-গোখরো, জিনের বাদশা, অগ্নি-গিরি, শিউলিমালা, প্রভৃতি।

❑ নজরুল ও তাঁর রণসঙ্গীত:

- ❖ তিনি বাংলাদেশের জাতীয় রণসঙ্গীতের রচয়িতা।
- ❖ ১৯২৮ সালে ঢাক মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র 'শিখা' পত্রিকার দ্বিতীয় বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।
- ❖ গানটি প্রকাশিত হয় 'নতুনের গান' শিরোনামে। এটি তাঁর 'সন্ধ্যা' কাব্যের অন্তর্গত। পরে এর নাম হয় 'চল্ চল্ চল্'।

নজরুল ও তাঁর চলচ্চিত্র

❑ নজরুল:

- ❖ এটি কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে কানাডায় নির্মিত একটি চলচ্চিত্র।
- ❖ নজরুল চলচ্চিত্রটির পরিচালক ছিলেন ফিলিপ স্পারেল।

❑ ধূপছায়া:

- ❖ ১৯৩১ সালে নির্মিত নজরুল পরিচালক চলচিত্র।
- ❖ প্রথম বাঙালি মুসলমান চলচ্চিত্রকার কাজী নজরুল ইসলাম।

❑ ধ্রুব:

- ❖ 'ধ্রুব' চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায় ১৯৩৪ সালে।
- ❖ তিনি পরিচালক, সঙ্গীত পরিচালক, গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী ছিলেন।
- ❖ তিনি এই চলচ্চিত্রের নারীদের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

পাতালপুরী, গ্রহের ফের, গোরা, নন্দিনী, চৌরঙ্গী : এ সকল চলচ্চিত্রে নজরুল সুরকার, গীতিকার ও সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে জড়িত ছিলেন।

বিদ্যাপতি (বাংলা ও হিন্দি), সাপুড়ে : এই চলচ্চিত্রগুলোর কাহিনি গীত ও সুর রচনা করেন।

খুকি ও কাঠবিড়ালি এবং লিচু চোর : নজরুলের এই দুটি কবিতা নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়।

প্রেমমূলক : খুকী ও কাঠ বিড়ালী, প্রভাতী, লিচুচোর, ঝুমকো লতার জোনাকী, ঘুমপাড়ানি গান, আমি যদি বাবা হতাম বাবা হত খোকা, মটকু মাইতি বাঁটকুল রায়।

তাঁর প্রবন্ধ ও নিবন্ধ

☐ যুগবাণী (অক্টোবর, ১৯২২ খ্রি.):

- ❖ এটি নজরুলের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ।
- ❖ প্রকাশের পরপরই ২৩ নভেম্বর, ১৯২২ সালে সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে নিষেধাজ্ঞা ওঠে যায়।
- ❖ নবযুগ, ধর্মঘট, সত্য-শিক্ষা, ভাব ও কাজ, জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, জাগরণী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। প্রবন্ধগুলোতে স্বদেশী চিন্তাচেতনা ও ব্রিটিশ বিরোধিতা প্রকাশিত হয়।

রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩ খ্রি.), দুর্দিনের যাত্রী (১৯২৬ খ্রি.), রুদ্রমঙ্গল।

তাঁর অনুবাদ ও বিবিধ

দিওয়ান হাফিজ (১৯৩০)	কাব্যে আমপারা (১৯৩৩)
মক্তব সাহিত্য (১৯৩৫)	রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম

তাঁর বাজেয়াপ্ত হওয়া রচনা–

গ্রন্থের নাম	প্রকৃতি	রচয়িতা	বাজেয়াপ্তকারী
বিষের বাঁশি	কাব্যগ্রন্থ	কাজী নজরুল ইসলাম	ব্রিটিশ সরকার
ভাঙ্গার গান	কাব্যগ্রন্থ		ব্রিটিশ সরকার
প্রলয় শিখা	কাব্যগ্রন্থ		৬ মাসের জেল
চন্দ্রবিন্দু	সংগীতগ্রন্থ		৬ মাসের জেল
যুগবাণী	প্রবন্ধগ্রন্থ		ব্রিটিশ সরকার
আনন্দময়ীর আগমনে	কবিতা		১ বছরের কারাদণ্ড
বিদ্রোহীর কৈফিয়ত	কবিতা		ব্রিটিশ সরকার

তাঁর সম্পর্কিত আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য–

- ❖ নজরুলকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়– ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬।
- ❖ যে প্রেক্ষাপটে 'নবযুগ' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়– অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের।
- ❖ 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন– শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক।
- ❖ 'ধূমকেতু' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বাণী– 'আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু/আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু।
- ❖ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বিদ্রোহী কবি' বলা হয়– কাজী নজরুল ইসলামকে।
- ❖ আধুনিক বাংলা গানের জগতে নজরুল যে নামে পরিচিত– বুলবুল।
- ❖ নজরুলকে ভারত থেকে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে আনা হয়– ২৪ মে, ১৯৭২ সালে।
- ❖ নজরুলকে জাতীয় কবির মর্যাদা দেওয়া হয়– ১৯৭৪ সালে।
- ❖ ২০০৪ সালের বিসিসির বাংলা বিভাগ কর্তৃক জরিপকৃত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় নজরুলের স্থান– তৃতীয়।
- ❖ তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়– দুই দিনের।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত প্রথম কবিতা-

ক. অগ্রপথিক খ. বিদ্রোহী
গ. প্রলয়োল্লাস ঘ. ধূমকেতু **গ**

২. কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন সালে প্রকাশিত হয়?

ক. ১৯২৬ খ. ১৯২৫
গ. ১৯২২ ঘ. ১৯২১ **ঘ**

৩. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

ক. অগ্নিবীণা খ. বিষের বাঁশি
গ. দোলন-চাঁপা ঘ. বাঁধনহারা **ক**

৪. কবি নজরুল ইসলাম 'সঞ্চিতা' কাব্যটি কাকে উৎসর্গ করেছিলেন?

ক. বারীন্দ্রকুমার ঘোষ খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. বিরজাসুন্দরী দেবী ঘ. মুজাফ্ফর আহমদ **খ**

৫. 'বাঁধনহারা' কাজী নজরুল ইসলামের কোন ধরনের রচনা?

ক. নজরুল ইসলাম খ. মুনীর চৌধুরী
গ. কায়কোবাদ ঘ. বেগম রোকেয়া **ক**

রবীন্দ্র পর্বের উপন্যাস, প্রবন্ধ ও ছোটগল্প

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)

বাংলা সাহিত্যে চলিত গদ্য রীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী। তার পৈতৃক নিবাস পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে। তিনি ৭ আগস্ট ১৮৬৮ সালে যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাতিজি ইন্দিরা দেবীকে বিয়ে করেন। তিনি 'বীরবল' ছদ্মনামে সাহিত্য চর্চা করতেন। তাঁর রচিত প্রথম গল্পগ্রন্থ 'চার ইয়ারী কথা'। চলিত রীতিতে লেখা তাঁর প্রথম গদ্যরচনা 'বীরবলের হালখাতা' (১৯০২)। এটি প্রবন্ধ গ্রন্থ। তাঁর প্রবন্ধধর্মী অন্যান্য রচনা 'তেল নুন লকড়ি', 'রায়তের কথা', 'নানা কথা'।

বাংলা কাব্যে প্রমথ চৌধুরী ইটালীয় সনেটের প্রবর্তন করেন। প্রমথ চৌধুরী রচিত সনেটধর্মী কাব্যের নাম 'সনেট পঞ্চাশৎ' (১৯১৩)।

প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্র' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এটি ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়। "সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত" উক্তিটি প্রমথ চৌধুরীর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রমথ চৌধুরী জগত্তারিণী পদক লাভ করেন।

ছোটগল্প: চার ইয়ারী কথা, আহুতি, ফরমায়েসী গল্প, নীললোহিত, ফার্স্টক্লাশ ভূত, বড় বাবুর বড়দিন প্রভৃতি।

- প্রমথ চৌধুরী রচিত 'একটি সাদা গোলাপ' গল্পটি আর্ট সম্পর্কিত গল্প।
- ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত 'হালখাতা' (১৯০২) চলিত রীতিতে প্রমথ চৌধুরীর প্রথম গদ্য।
- বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ রচনা করেন প্রমথ চৌধুরী। প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ ছোটগল্পে লেখকের নাম নীললোহিত। এটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়েরও ছদ্মনাম।

নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৭৮-১৯২৩)

উপন্যাস: আনোয়ারা (১৯১৪), প্রেমের সমাধি, গরীবের মেয়ে, পরিণাম, মেহেরুন্নিসা।

মোহাম্মদ নজিবর রহমানের জন্ম সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে। একজন ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি রয়েছে, 'আনোয়ারা' (১৯১৪) তাঁর লেখা বিখ্যাত উপন্যাস। গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় রচিত এ উপন্যাসে বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের পারিবারিক ও সামাজিক চিত্র উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত। প্রেম, বিরহ এবং দাম্পত্য জীবনের নানা সঙ্কট ও সেই সঙ্কট থেকে উত্তরণ এর আখ্যানবস্তু। সত্যের জয় এবং অসত্যের পরাজয় এ উপন্যাসে উপস্থাপিত। স্বামীভক্ত আনোয়ারা এ উপন্যাসে একটি প্রধান চরিত্র। মোহাম্মদ নজিবর রহমানের অন্যান্য গ্রন্থ হলো- 'প্রেমের সমাধি', 'গরীবের মেয়ে', 'পরিণাম', চাঁদ তারা বা হাসান গঙ্গা বাহমনি', 'দুনিয়া আর চাই না', প্রভৃতি তার জনপ্রিয় উপন্যাস।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতির প্রবর্তক কে?
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. প্যারীচাঁদ মিত্র
গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. প্রমথনাথ বসু **গ**

২. 'বীরবল' নিম্নোক্ত একজন লেখকের ছদ্মনাম-
ক. প্রমথ চৌধুরী খ. ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
গ. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. নবীনচন্দ্র সেন **ক**

৩. 'তেল-নুন-লাকড়ি' কার রচতি গ্রন্থ?
ক. প্রবোধচন্দ্র সেন খ. প্রমথ চৌধুরী
গ. প্রমথনাথ বিশী ঘ. প্রদ্যুম্ন মিত্র **খ**

৪. 'আনোয়ারা' উপন্যাসটি কত সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?
ক. ১৯৫২ সালে খ. ১৮৯৯ সালে
গ. ১৯৩৫ সালে ঘ. ১৯১৪ সালে **ঘ**

৫. নজিবর রহমান রচিত উপন্যাস কোনটি?
ক. রজনী খ. নববিধান
গ. পদ্মরাগ ঘ. প্রেমের সমাধি **ঘ**

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের হুগলীর দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। তিনি বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পী। শরৎচন্দ্র সাতটি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন– অনিলা দেবী, অপরাজিতা দেবী, শ্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, পরশুরাম (পরশুরাম রাজশেখর বসুরও ছদ্মনাম), শ্রীকান্ত শর্মা, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাদ্যায়।

- ভাগলপুর টি.এন. জুবলী স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৯৪) পাশ করে জুবলী কলেজে এফ.এ শ্রেণিতে ভর্তি হন। মাতৃবিয়োগ (১৮৯৫) ও অর্থাভাবে কলেজ পাঠ ত্যাগ করেন।
- তাঁর প্রথমজীবন কাটে ভাগলপুরে মাতুলালয়ে। সাহিত্য সাধনার হাতেখড়িও ভাগলপুরেই।
- ভ্যাগ্যান্বেষণে রেঙ্গুনে (বার্মা) গমন করেন (১৯০৩)।
- ভারতী পত্রিকায় 'বড়দিদি' (১৯০৭) উপন্যাস প্রকাশিত হলে তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।
- তাঁর সাহিত্যকর্মকে ঘিরে এ উপমহাদেশে বিভিন্ন ভাষায় প্রায় পঞ্চাশটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে।
- তিনি চিত্রাঙ্কনেও দক্ষ ছিলেন। বার্মায় বসবাসকালে তাঁর অঙ্গিত 'মহাশ্বেতা' অয়েল পেন্টিং একটি বিখ্যাত চিত্রকর্ম।
- ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে কলকাতার পাক নার্সিংহোমে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস :

- বড়দিদি (১৯১৩): প্রথম উপন্যাস। ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- পরিণীতা (১৯১৪)
- বিরাজ বৌ (১৯১৪)
- পণ্ডিত মশাই (১৯১৪)
- পল্লী সমাজ (১৯১৬)। ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত (১৯১৫) হয়। এর নাট্যরূপ 'রমা'। এর বিখ্যাত উক্তি– 'আগুনের শেষ, ঋণের শেষ আর শত্রুর শেষ কখনো রাখিসনে মা।'
- বৈকুণ্ঠের উইল (১৯১৬)
- দেবদাস (১৯১৭)
- চরিত্রহীন (১৯১৭): উপন্যাসটি যমুনা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে সতীশ-সাবিত্রীর অসামাজিক প্রণয় প্রাধান্য লাভ করলেও উপেন্দ্র-দিবাকর-কিরণময়ী প্রভৃতি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

❖ শ্রীকান্ত (১ম খণ্ড ১৯১৭, ২য় খণ্ড ১৯১৮, ৩য় খণ্ড ১৯২৭, ৪র্থ খণ্ড ১৯৩৩): আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। এতে শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত শর্মা' ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। এর প্রথম খণ্ডের সবচেয়ে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় চরিত্র 'ইন্দ্রনাথ'। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কিশোর চরিত্র। এ উপন্যাসের বিখ্যাত উক্তি–

✓ বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না- ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে।

✓ মড়ার আবার জাত কি?

✓ মধু থাকলেই মৌমাছি এসে জোটে-তারা দেশবিদেশের বিচার করে না।

উল্লেখ্য 'শ্রীকান্ত'র পরিপূরক বলা হয় প্রমথনাথ বিশীর 'শ্রীকান্তের' উপন্যাসকে।

❖ নিষ্কৃতি (১৯১৭)

❖ দত্তা (১৯১৮)। প্রেমের উপন্যাস। উল্লেখযোগ্য চরিত্র– বনমালীবাবু, বিজয়া, নরেন, বিলাস, রাসবিহারী। ১৯৩৪ সালে এর নাট্যরূপ 'বিজয়ী' প্রকাশিত হয়।

❖ গৃহদাহ (১৯২০)।

❖ বামুনের মেয়ে (১৯২০)

❖ দেনা-পাওনা (১৯২৩)। অধুনা চণ্ডীগড়ের ভৈরবী ষোড়শীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ঘৃণিত চরিত্রের অধিকারী জীবনানন্দের আমূল পরিবর্তন এই উপন্যাসটি কেন্দ্রিয় বিষয়বস্তু। এর বিখ্যাত উক্তি- 'প্রেম সতীত্ব অপেক্ষা মহত্তর'। এ উপন্যাস অবলম্বনে রচিত নাটক 'ষোড়শী'।

❖ পথের দাবী (১৯২৬): রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস। 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিপ্লবীদের সমর্থন করার অভিযোগে বৃটিশ সরকার উপন্যাসটি বাজেয়াপ্ত করে। উপন্যাসের চরিত্র ভারতী, সব্যসাচী ওরফে ডাক্তার সাহেব।

❖ শেষ প্রশ্ন (১৯৩১) এর বিখ্যাত উক্তি– 'মানুষের মরণ আমাকে বড় আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে'।

❖ বিপ্রদাস (১৯৩৫)

❖ শেষের পরিচয় (অসমাপ্ত)।

○ বিখ্যাত ছোটগল্প

❖ কাশীনাথ (১৯১৭)। সতের বছর বয়সে সর্বপ্রথম পাঠশালার সহপাঠী কাশীনাথের নামে গল্পটি লিখেন।

❖ রামের সুমতি (১৯১৭)।

❖ মন্দির প্রথম প্রকাশিত গল্প। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে যাওয়ার দুএকদিন আগে 'মন্দির' গল্পটি লিখে সুরেনবাবুর নামে কুন্তলীণ প্রতিযোগিতায় পাঠিয়েছিলেন। গল্পের জন্য কুন্তলীন পুরস্কার লাভ করেন।

❖ মহেশ (১৯২৬) সার্থক ছোটগল্প। এ গল্পের চরিত্র- আমেনা, গফুর, মহেশ। গল্পের মহেশ একটি ষাড়ের নাম।

❖ বিলাসী (১৯২০)। এ গল্পের বিখ্যাত উক্তি- 'টিকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নয়, অতিকায় হস্তি লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে'।

❖ মেজদিদি। এ গল্পের চরিত্র হেমাঙ্গিনী, কাদম্বিনী।

❖ মামলার ফল (১৯২০)।

❖ সতী (১৯৩৪)।

○ প্রবন্ধ গ্রন্থ

❖ নারীর মূল্য (১৯২৪): এটি 'অনিলা দেবী' ছদ্মনামে লিখেন। অনিলা দেবী তার বড় বোনের নাম।

❖ তরুণের বিদ্রোহ (১৯৩০) : প্রবন্ধটি ১৯২৯ সালে ৩০ মার্চ রংপুর বঙ্গীয় যুব সম্মিলনী অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে 'সত্য ও মিথ্যা' নামে আরো একটি প্রবন্ধ অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

❖ স্বদেশ ও সাহিত্য (১৯৩২) : এর বিখ্যাত উক্তি- 'শ্রদ্ধা ও স্নেহের অভিনন্দন মন দিয়ে গ্রহণ করতে হয়, তার জবাব দিতে নেই।

○ নাটক

❖ ষোড়শী (১৯২৮)।

❖ রমা (১৯২৮)।

❖ বিজয়া (১৯৩৫)।

○ পুরস্কার

❖ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জদত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯২৩)।

❖ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট (১৯৩৬) ডিগ্রি লাভ করেন।

❖ স্বাক্ষরবিহীন প্রেরিত 'মন্দির' গল্পের জন্য কুন্তলীন পুরস্কার লাভ (১৯০৩)।

গ্রন্থপরিচিতি

শ্রীকান্ত: 'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। এ উপন্যাসটি চারটি খণ্ডে (প্রথম খণ্ড: ১৯১৭), ২য় খণ্ড: ১৯১৮, ৩য় খণ্ড: ১৯২৭ এবং ৪র্থ খণ্ড: ১৯৩৩) বিভক্ত। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শ্রীকান্তে'র মধ্যে লেখকের ব্যক্তিজীবন প্রতিফলিত হয়েছে। ভ্রমণকাহিনি লক্ষণাক্রান্ত এ উপন্যাসের খণ্ডগুলো কতক বিচ্ছিন্ন কাহিনির সমষ্টি। তবে প্রতিটি খণ্ডই শ্রীকান্তের স্মৃতিচারণ সূত্রে আবদ্ধ এবং লেখকের বর্ণনাগুণে হয়েছে উঠেছে প্রাণবন্ত। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শ্রীকান্তের জীবন অভিজ্ঞতার বর্ণনাচ্ছলে এতে বিচিত্র ঘটনা ও অসংখ্যা চরিত্রে সমাবেশ ঘটেছে। সে সব ঘটনা ও চরিত্রের বাহুল্যের মধ্যে উপন্যাসের মূলসূত্র হিসেবে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর প্রণয় কাহিনি শেষ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর পাশাপাশি শ্রীকান্তের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রথম পর্বের ইন্দ্রনাথ ও অন্নদা দিদি, দ্বিতীয় পর্বের অভয়া, তৃতীয় পর্বের ব্রজানন্দ ও সুনন্দা এবং চতুর্থ পর্বের গহর ও কমললতার

হারদিক ও সামাজিক সম্পর্কে বহুবর্ণিল বিষয় এতে চিত্রিত হয়েছে। সেই সঙ্গে তৎকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থারও বাস্তবানুক চিত্র এতে অংকিত হয়েছে।

গৃহদাহ: শরৎচন্দ্রের উপন্যাস গৃহদাহ প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। উপন্যাসের নায়িকা অচলা। মহিম ও সুরেশ দুই পুরুষের প্রতি অচলার আকর্ষণ-বিকর্ষণ উপন্যাসের আলোচ্যবিষয়। উপন্যাস শুরু হয়েছে মহিম আর আচলার বিয়ের আলোচনা দিয়ে। বিয়ের পরেই কাহিনির যথার্থ সূত্রপাত। মহিম এবং সুরেশের প্রতি অচলার দোটানা আকর্ষণের মধ্য দিয়ে কাহিনি এগিয়েছে। বিয়ের পর মহিমকে ছেড়ে অচলা সুরেশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আবার সুরেশের প্রতি মোহভংগের পর মহিমের উপস্থিতিতে অচলার ভয়নাক একাকীত্ব ও দুঃসহ শূন্যতার মধ্যে উপন্যাসের ইতি ঘটেছে।

পথের দাবী: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাস 'পথের দাবী' (১৯২৬)। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কামনাকে প্রেক্ষাপটে রেখে লেখা হয়েছে এ উপন্যাস।

উপন্যাসে দেখা যায় স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সব্যসাচী ওরফে ডাক্তার সাহেব বার্মা মুল্লুকে গড়ে তোলেন 'পথের দাবী' নামের সংগঠন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভারতী পুরো নাম মেরি ভারতি যোশেফ, ধর্মে খ্রিস্টান। সব্যসাচীর প্রতি তার অগাধ আস্থা-ভক্তি। সব্যসাচী ও ভারতী দু'জনের লক্ষ্য এক হলেও তাঁদের মাঝে রয়েছে একটা পার্থক্য। সব্যসাচীর উদ্দেশ্য প্রান্তিক মানুষ বিশেষত শ্রমিকদের সামনে সত্য উন্মোচন করে বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করা। এর জন্য রক্তগঙ্গা বয়ে দিতে প্রস্তুত। ভারতীর অবস্থান এর বিপরীত। সে শ্রমিকদের জীবন মানের উন্নয়ন চায়, কৃষকদের শিক্ষা চায়। কিন্তু রক্তারক্তি চায় না। মূলত ভারতী ও ডাক্তারের কথোপকথনের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র দুটি ভিন্ন দর্শনকে সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এদিকে ভারতী কট্টর ব্রাহ্মণ অপূর্বকে ভালবাসে। অপূর্বের ভেতর দেশপ্রেম আছে কিন্তু তেজ নেই।

গল্পের ঘটনা পরিক্রমায় চরিত্রগুলোর জবানিতে পরাধীনতার দুঃসহ যন্ত্রণার কথা চলে আসে। ইংরেজ সরকার উপন্যাসটি বাজেয়াপ্ত করেছিল।

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	চরিত্র
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	'মহেশ'	গফুর
	'মেজদিদি'	হেমাঙ্গিনী, কেষ্ট, কাদম্বিনী
	'বড় দিদি'	মাধবী, সুরেন্দ্রনাথ
	'দত্তা'	নরেন, বিজয়া
	'শ্রীকান্ত'	শ্রীকান্ত, রাজলক্ষ্মী, অভয়া, ইন্দ্রনাথ
	'গৃহদাহ'	সুরেশ, অচলা, মহিম
	'চরিত্রহীন'	সতীশ, সাবিত্রী, দিবাকর, কিরণময়ী
	'পথের দাবী'	সব্যসাচী
	'দেবদাস'	দেবদাস, পার্বতী, চন্দ্রমুখী
	'পল্লীসমাজ'	রমা, রমেশ
	'দেনাপাওনা'	জীবানন্দ, ষোড়শী

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি শরৎচন্দ্রের ছদ্মনাম?
ক. বীরবল খ. ভিমরুল
গ. অনিলা দেবী ঘ. যাযাবর **গ**

২. কত খ্রিস্টাব্দে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী' পদক লাভ করেন
ক. ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে
গ. ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে **খ**

৩. 'পথের দাবী' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. নবীনচন্দ্র সেন ঘ. সত্যেন সেন **খ**

৪. 'বৈকুণ্ঠের উইল' কার রচনা?
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. বুদ্ধদেব বসু
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় **ক**

৫. কোন গ্রন্থটি শরৎচন্দ্র রচিত নয়?
ক. দেবদাস খ. শ্রীকান্ত গ. মৃত্যুক্ষুধা ঘ. বড়দিদি **গ**

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (১৮৬৩-১৯৫)

তিনি বাংলা শিশু সাহিত্য রচনার পথিকৃৎ। তাঁর সম্পাদনায় শিশুতোষ পত্রিকা 'সন্দেশ' (১৯১৩) প্রকাশিত হয়। শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায় তাঁর পুত্র এবং সত্যজিত রায় তাঁর দৌহিত্র।

গ্রন্থ : টোনাটুনির বই, ছোটদের রামায়ণ, ছোটদের মহাভারত।

কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬)

'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের রচয়িতা কাজী ইমদাদুল হক ধর্মীয় কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত।

উপন্যাস: 'আবদুল্লাহ'।

মুসলমান সমাজের কাহিনি অবলম্বনে রচিত 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসটি কাজী ইমদাদুল হককে সমধিক খ্যাতি এনে দিয়েছে। তৎকালীন কুসংস্করাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার চিত্রাঙ্কনই এ উপন্যাসের উপজীব্য। মুসলমান সমাজের ক্ষয়িষ্ণু আদর্শ ও রীতিনীতির বিপরীতে স্বাধীনচেতা ও প্রগতিশীল শিক্ষিত মনের নব্যসমাজ প্রতিষ্ঠার বাসনাই এ উপন্যাসের প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। পীরবাদ, আভিজাত্যবাদ, পর্দাপ্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধে ঔপন্যাসিকের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রস্ফুটিত হয়েছে। 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসটি কাজী ইমদাদুল হক

শেষ করতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর অবশিষ্টাংশ সমাপ্ত করেন কাজী আনোয়ারুল কাদির।

চরিত্র: আবদুল্লাহ, সালেহা, আবদুল কাদের, মীর সাহেব, সৈয়দ সাহেব।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১)

তিনি সিরাজগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর লেখার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল বাংলার অনগ্রসর মুসলিম সমাজকে জাগিয়ে তোলা।

মীর মশাররফ হোসেনের পর মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেন ইসমাইল হোসেন সিরাজী। বঙ্কিম রচনায় তাঁর দুর্বল মুহূর্তে যে মুসলিম-বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে সিরাজী উচ্চকণ্ঠে তার জবাব দিয়েছেন। এই জাতীয়তাবাদী অবস্থানের কারণে মুসলমানদের নিকট জনপ্রিয়। বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের নায়ক হিন্দু এবং নায়িকা মুসলিম। দুই ধর্মের অবৈধ সম্পর্কের রচনার কারণে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে রচনা করেন 'রায়নন্দিনী' যেখানে নায়ক মুসলমান এবং নায়িকা হিন্দু।

উপন্যাস: রায়নন্দিনী, ফিরোজা বেগম, তারাবাঈ, নূরুদ্দীন।

বাঙালি মুসলমানদের নবজাগরণ ও সংঘবদ্ধতার বাণী প্রচার করতে গিয়ে মুসলিম সমাজপ্রীতি তাঁর উপন্যাসে উগ্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

কাব্য: অনল প্রবাহ (১৮৯৯), স্পেনবিজয়' (১৯১৪), মহাশিক্ষা, আকাঙ্ক্ষা, উচ্ছ্বাস, উদ্বোধন, প্রেমাঞ্জলি।

অনলপ্রবাহ: এটি জাতীয় জাগরণমূলক কাব্য। একে কবির জীবনভাষ্যরূপে আখ্যায়িত করা হয়। এতে কবি মুসলমানদের অধঃপতন ও দুরবস্থার পাশাপাশি ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও রোষ প্রকাশ করেছেন। কাব্যগ্রন্থটিতে ইংরেজ বিরোধী ভাব তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে বলে ব্রিটিশ সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করেছিল।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র (১৮৭৭-১৯৫৭)

গল্পগ্রন্থ : ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি, ঠানদিদির থলে, দাদামহাশয়ের থলে।

ছেলে ভুলানো গল্পকে সাহিত্যের আঙ্গিনায় পরিবেশন করে তিনিই প্রথম একে রস সাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছেন।

রামেন্দু সুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)

প্রবন্ধ: প্রকৃতি (১৮৯৬), জিজ্ঞাসা (১৯০৪), কর্মকথা (১৯১৩), শব্দকথা (১৯১৭), বিচিত্র জগৎ (১৯২০)।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধে বিজ্ঞানের নীরস জটিল বিষয়কে সহজ চিত্রাকর্ষক ভঙ্গিতে ও মনোরম ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধ একদিকে গভীর মননশীলতায় দীপ্তিময়, অন্যদিকে কৌতুকরসের প্রসাদগুণে সরস ও উপভোগ্য।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. 'স্পেন বিজয় কাব্য'র রচয়িতা কে?

ক. গোলাম মোস্তফা খ. সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
গ. নবীনচন্দ্র সেন ঘ. শামসুদ্দিন আবুল কালাম **খ**

২. 'রায়নন্দিনী' কার রচনা?

ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
খ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী
গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ঘ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন **খ**

৩. 'অনল প্রবাহ' রচনা করেন কে?

ক. মোজাম্মেল হক খ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী
গ. এয়াকুব আলী চৌধুরী ঘ. মুনিরুজ্জামান **খ**

৪. কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের উপজীব্য কী?

ক. মুসলিম জমিদার শ্রেণির জীবনকাহিনি
খ. কৃষক সমাজের সংগ্রামশীল জীবন
গ. তৎকালীন মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র
ঘ. চাষী জীবনের করুণ চিত্র **গ**

৫. 'আব্দুল্লাহ' উপন্যাসের লেখকের নাম-

ক. কাজী ইমদাদুল হক
খ. মোশাররফ হোসেন
গ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী
ঘ. মোজাম্মেল হক **ক**

বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২)

মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে অভিহিত করা হয় বেগম রোকেয়াকে (১৮৮০-১৯৩২)। তিনি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত। তাঁর জন্মস্থান রংপুরের পায়রাবন্ধ গ্রাম, জন্ম ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর। ১৯০২ সালে তার প্রথম গল্প 'পিপাসা' নবনূর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ৩ মে ১৯০৯ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর ১৯১০ সালে কলকাতায় গমন করেন এবং নারী মুক্তির লক্ষ্যে তিনি 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' (১৯১১) ও 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' (মুসলিম মহিলা সমিতি)– (১৯১৬) প্রতিষ্ঠা করেন। পদ্মরাগ, অবরোধ

বাসিনী, 'সুলতানার স্বপ্ন' তাঁর রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'মতিচুর'। এটি একটি গল্পগুচ্ছ। ইংরেজিতে লেখা তাঁর গ্রন্থ হলো 'Sultana's Dream' (সুলতানার স্বপ্ন)।

বেগম রোকেয়ার রচনাগুলো নবনূর, সওগাত ও মাসিক মোহম্মদী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬)

'মানবজীবন', 'মহৎজীবন', 'উন্নতজীবন' প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রন্থের রচয়িতা ডা: মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬)। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক।

দীনেশ চন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯)

বাংলা সাহিত্যে প্রথম ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন ড. দীনেশচন্দ্র সেন। গ্রন্থের নাম 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৬৮)। তিনি ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ ইংরেজিতে History of Bengali Language (১৮৯১) নামে প্রকাশ করেন।

তিনি 'বঙ্গসাহিত্যের পরিচয়' গ্রন্থটির রচয়িতা। এটি ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর সম্পাদনায় মৈয়মনসিংহ গীতিকা ১৯২৩ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ থেকে গীতিকাগুলো সংগ্রহের জন্য দীনেশচন্দ্র সেন, চন্দ্রকুমার দে ও কবি জসীম উদ্‌দীনকে নিয়োগ করেন।

এস ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১)

◻ তাঁর পরিচিতিমূলক তথ্য:

❖ এস. ওয়াজেদ আলী ১৮৯০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর পশ্চিম বঙ্গের হুগলি জেলার বড়তাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

❖ তিনি ১৯৫১ সালের ১০ জুন কলকাতায় মারা যান।

◻ তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:

★ **প্রবন্ধগ্রন্থ:** জীবনের শিল্প (১৯৪১), প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (১৯৪৩), ভবিষ্যতের বাঙালি (১৯৪৩), মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ।

★ **গল্পগ্রন্থ:** গুল-দাস্তা (১৯২৭), মাশুকের দরবার (১৯৩০), দরবেশের দোয়া (১৯৩১), বাদশাহী গল্প (১৯৪৪), গল্পের মজলিশ (১৯৪৮), ভাঙ্গাবাঁশী।

★ **ভ্রমণকাহিনি:** মোটর যোগে রাঁচি সফর (১৯৪৯), পশ্চিম ভারত (১৯৪৮)।

★ **উপন্যাস:** গ্রানাডার শেষ বীর (ঐতিহাসিক, ১৯৪০)।

মিল অমিল–

ভবিষ্যতের বাঙালি (প্রবন্ধ)	এস ওয়াজেদ আলী
আত্মঘাতী বাঙালি (প্রবন্ধ)	নীরদচন্দ্র চৌধুরী
সাবাস বাঙালি (প্রবন্ধ)	অমৃতলাল বসু
বাঙালীর ইতিহাস (প্রবন্ধ)	নীহাররঞ্জন রায়
বাংলা, বাঙালি বাঙালিত্ব (প্রবন্ধ)	ড. আহমদ শরীফ

লেখক সম্পর্কিত আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি–

❖ এস ওয়াজেদ আলি যে পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন– 'সবুজ পত্র' পত্রিকার।

❖ 'Bulletin of the Indian Rationalistic Society' যার সম্পাদিত ইংরেজি মাসিকের নাম– এস. ওয়াজেদ আলির।

❖ তাঁর সম্পাদিত বাংলা মাসিক "গুলদাস্তাঁ" প্রকাশিত হয়– ১৩৪৩ সালে।

❖ লেখক সাম্প্রদায়িকতামুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্যে হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান করেন যে গ্রন্থে– ভবিষ্যতের বাঙালি।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত-

ক. বেগম রোকেয়া খ. সুফিয়া কামাল
গ. সেলিনা হোসেন ঘ. শামসুন নাহার **ক**

২. বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারীবাদী লেখিকা কে?

ক. তসলিমা নাসরিন
খ. হুমায়ুন আজাদ
গ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
ঘ. সুফিয়া কামাল **গ**

৩. বেগম রোকেয়ার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোনটি?

ক. অবরোধবাসিনী খ. পদ্মরাগ
গ. সুলতানার স্বপ্ন ঘ. মতিচুর **ক**

৪. বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ কোনটি?

ক. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
খ. বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত
গ. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
ঘ. বাংলা সাহিত্যের কথা **গ**

৫. 'ভবিষ্যতের বাঙালি' প্রবন্ধের রচয়িতা কে?

ক. নীরদচন্দ্র খ. নীহাররঞ্জন রায়
গ. এস ওয়াজেদ আলী ঘ. ড. আহমদ শরীফ **গ**

এক কথায় উত্তর

০১. 'ছন্দের যাদুকর' কে?
— সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

০২. বাংলা কবিতায় ছন্দ রচনায় এবং ছন্দ উদ্ভাবনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন–
— সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

০৩. কোন দু'জন বাংলা কাব্যে প্রথম প্রচুর পরিমাণে আরব-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেন?
— মোহিতলাল মজুমদার ও কাজী নজরুল ইসলাম।

০৪. কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস–
— মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা, বাঁধন হারা, জীবনের জয়যাত্রা।

০৫. কাজী নজরুল ইসলামকে কোন সালে ভারত থেকে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে আনা হয়?
— ১৯৭২ সালে।

০৬. নজরুলের প্রথম উপন্যাস কোনটি?
— বাঁধনহারা।

০৭. কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের পটভূমিতে অঙ্কিত হয়েছে–
— ময়মনসিংহের ত্রিশাল গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবন।

০৮. বাংলাদেশের জাতীয় কবির নাম–
— কাজী নজরুল ইসলাম।

০৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাহী মসজিদ প্রাঙ্গনে যে কবি চিরনিদ্রায় শায়িত তাঁর নাম-
— কাজী নজরুল ইসলাম।

১০. কাজী নজরুল ইসলামের জীবনকাল কোনটি?
— ১৮৯৯-১৯৭৬।

১১. কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের জাতীয় কবি ঘোষণা করা হয় কোন সনে?
— ১৯৭৪ সালে।

১২. কাজী নজরুল ইসলামের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
— সর্বহারা।

১৩. 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থটি কে রচনা করেছেন?
— কাজী নজরুল ইসলাম।

১৪. 'চাষী ওরা, নয়কো চাষা, নয়কো ছোট লোক'- বলেছেন
— কাজী নজরুল ইসলাম।

১৫. 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাপার'- গানটির রচয়িতা কে?
— কাজী নজরুল ইসলাম।

১৬. কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' কাব্যটি প্রকাশিত হয়-
— ১৯২২ সালে।

১৭. 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' কাজী নজরুল ইসলামের এ কবিতায় গুবাক শব্দের অর্থ–
— সুপারি।

১৮. 'রমযানের ঐ রোযার শেষে এলো খুশির ঈদ' গানটির রচয়িতা কে?
— কাজী নজরুল ইসলাম।

১৯. বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকায় ১৩২৬ বঙ্গাব্দে কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম–
— মুক্তি।

২০. ধূমকেতু কোন কবির ছদ্মনাম?
— কাজী নজরুল ইসলাম।

২১. 'মম একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর এক হাতে রণতূর্য' কাজী নজরুল ইসলামের কোন কবিতার চরণ?
— বিদ্রোহী।

২২. 'দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি তাই যাহা আসে কই মুখে'-এই কবিতাংশটি কোন কবিতার অন্তর্গত?
— আমার কৈফিয়ৎ।

২৩. "গাহি সাম্যের গান
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান"- কে বলেছেন?
— কাজী নজরুল ইসলাম।

২৪. "ঝিঙে ফুল" কবিতার কবি হচ্ছেন–
— কাজী নজরুল ইসলাম।

২৫. নিচের উদ্ধৃতাংশ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কবিতা হতে নেয়া হয়েছে?
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা
দাঁড়ি মুখে সারিগান- লা শরীক আল্লাহ।
— খেয়াপারের তরণী।

২৬. ঢাকার নবাব পরিবারের এক মহিলার অংকিত ছবি দেখে কাজী নজরুল ইসলাম কোন কবিতাটি রচনা করেছিলেন?
— খেয়াপারের তরণী।

২৭. কবি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কবিতাটির জন্যে বৃটিশ সরকার তা বাজেয়াপ্ত করেন?

— আনন্দময়ীর আগমনে।

২৮. 'দোলনচাঁপা' কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেছেন–

— কাজী নজরুল ইসলাম।

২৯. কবি কাজী নজরুল ইসলামের গল্প–

— পদ্মগোখরা, শিউলিমালা, ব্যথার দান।

৩০. 'ঝিলিমিলি' নাটকটি কে লিখেছেন?

— কাজী নজরুল ইসলাম।

৩১. কাজী নজরুল ইসলাম কোন সালে মৃত্যুবরণ করেন?

— ১৯৭৬ সালে।

৩২. 'অগ্নিবীণা' গ্রন্থের রচয়িতার নাম কী?

— কাজী নজরুল ইসলাম।

৩৩. 'অগ্নিবীণা গ্রন্থ কী?

— কাব্যগ্রন্থ।

৩৪. 'বৃথা ত্রাসে প্রলয়ের সিন্ধু দেয়া-ভার, ঐ হল পুণ্যের যাত্রীরা খেয়া পার।'- এই উদ্ধৃতাংশটি কোন কবির রচনা?

— কাজী নজরুল ইসলাম।

৩৫. 'বহু যুবককে দেখিয়াছি-যাহাদের যৌবনের উর্দির নীচে বার্ধক্যের কঙ্কাল মূর্তি'- এই উক্তিটি কোন লেখকের?

— কাজী নজরুল ইসলাম।

৩৬. বাংলা সাহিত্যে 'বিদ্রোহী কবি' কে?

— কাজী নজরুল ইসলাম।

৩৭. 'সঞ্চিতা' কাব্যগ্রন্থ কোন কবি লিখেছেন?

— কাজী নজরুল ইসলাম।

৩৮. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'ব্যথার দান' কোন শ্রেণির রচনা?

— গল্প।

৩৯. বাংলাদেশের রণসংগীতের রচয়িতা কে?

— কাজী নজরুল ইসলাম।

৪০. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' একটি

— প্রবন্ধ।

৪১. যে কবির স্মৃতিবিজড়িত ত্রিশাল থানাটি–

— কাজী নজরুল ইসলাম।

৪২. 'নারী' কবিতাটি নজরুলের যে কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত–

— সাম্যবাদী।

৪৩. 'অগ্নিবীণা' কাব্যের কবিতা সংখ্যা–

— ১২।

৪৪. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর কোন উপন্যাসে ত্রিভুজ প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে?

— গৃহদাহ।

৪৫. 'গৃহদাহ' উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্রের নাম কী?

— সুরেশ ও অচলা।

৪৬. শরৎচন্দ্র সৃষ্ট 'অভয়া' চরিত্রটি কোন উপন্যাসের?

— শ্রীকান্ত।

৪৭. কত খিস্টাব্দে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট ডিগ্রি প্রদান করা হয়?

— ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে।

৪৮. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা কোনটি?

— শ্রীকান্ত।

৪৯. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ডি. লিট ডিগ্রি প্রদান করে-

— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫০. 'বৈকুণ্ঠের উইল' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৫১. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মহেশ গল্পের প্রধান চরিত্র কে?

— গফুর।

৫২. 'হেমাঙ্গিনী' ও 'কাদম্বিনী' কোন বিখ্যাত গল্পের দুই চরিত্র?

— মেজদিদি।

৫৩. 'দেনা পাওনা' উপন্যাসটি রচনা করেছেন-

— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৫৪. 'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত একটি–

— উপন্যাস।

৫৫. 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসের রচয়িতা–

— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৫৬. 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাস কে লিখেছিলেন?

— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৫৭. শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস–

— শ্রীকান্ত।

৫৮. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের কয়টি খণ্ড?

— ৪টি।

৫৯. 'অচলা' শরৎচন্দ্রের কোন উপন্যাসের নায়িকা?

— গৃহদাহ।

৬০. 'কথাসাহিত্য' বলতে বোঝায়–

— ছোটগল্প ও উপন্যাসকে।

৬১. শ্রীকান্ত চরিত্রটি যে ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি–

— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৬২. 'মতিচুর' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

— রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।

৬৩. বেগম রোকেয়া লেখনী ধারণ করেছিলেন–

— নারীদের কুসংস্কারমুক্ত ও শিক্ষিত করতে।

৬৪. 'আনোয়ারা' উপন্যাসটির দ্বিতীয় খন্ড কত সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?

— ১৯১৪ সালে।

৬৫. 'আনোয়ারা' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?

— নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন।

৬৬. 'জোহরা' উপন্যাসের রচয়িতা কে?

— মোজাম্মেল হক।

৬৭. বেগম রোকেয়ার রচিত গ্রন্থগুলো হলো–

— পদ্মরাগ, মতিচুর, সুলতানার স্বপ্ন, অবরোধবাসিনী।

৬৮. ইসমাইল হোসেন সিরাজীর জন্মস্থান কোথায়?

— সিরাজগঞ্জ।

৬৯. বেগম রোকেয়ার জন্ম সন কোনটি?

— ১৮৮০।

৭০. 'সুলতানার স্বপ্ন' কোন ধরনের গ্রন্থ?

— উপন্যাস।

৭১. প্রমথ চৌধুরী কোন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রভাবিত করেছিলেন?

— চলিত ভাষার ব্যবহারে।

৭২. বাংলা গদ্যে চলিত রীতির প্রবর্তক কে?

— প্রমথ চৌধুরী।

৭৩. 'সবুজপত্র' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?

— প্রমথ চৌধুরী।

৭৪. 'চার ইয়ারী কথা' ও 'ফরমায়েসী গল্প' গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা কে?

— প্রমথ চৌধুরী।

৭৫. 'আনোয়ারা' কোন শ্রেণির গ্রন্থ?

— উপন্যাস।

৭৬. 'সুলতানার স্বপ্ন' কার রচনা?

— বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।

৭৭. 'অবরোধবাসিনী' কার রচনা?

— বেগম রোকেয়া।

৭৮. বেগম রোকেয়া কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

— রংপুর।

৭৯. বেগম রোকেয়ার শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগ্রন্থ

— অবরোধবাসিনী।

৮০. মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত কে?

— রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।

৮১. কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের মূল উপজীব্য কী?

— কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজব্যবস্থার চিত্রাঙ্কন।

৮২. 'নীললোহিত' কার ছদ্মনাম?

— প্রমথ চৌধুরী।

Teacher's Work

০১. 'ঢাকা প্রকাশ' সাপ্তাহিক পত্রিকাটির সম্পাদক কে? *[৪০তম বিসিএস]*

ক. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার খ. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
গ. শামসুর রহমান ঘ. সিকান্দার আবু জাফর

০২. বাঁধনহারা কাজী নজরুল ইসলামের কোন ধরনের রচনা? *[৩৯তম বিসিএস]*

ক. কাব্য খ. গল্পগ্রন্থ
গ. উপন্যাস ঘ. নাটক

০৩. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত এর রচনা নিচের কোনটি? *[৩৯তম বিসিএস]*

ক. অগ্নিবীণা খ. পদ্মরাগ
গ. রক্তরাগ ঘ. শেষের কবিতা

০৪. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'মতিচুর' কোন ধরনের রচনা? *[৩৮তম বিসিএস]*

ক. প্রবন্ধ খ. উপন্যাস
গ. নাটক ঘ. আত্মজীবনী

০৫. কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস? *[৩৬তম বিসিএস পরীক্ষা]*

ক. রিক্তের বেদন খ. সর্বহারা
গ. আলেয়া ঘ. কুহেলিকা

০৬. 'তেল নুন লকড়ি' কার রচিত গ্রন্থ? *[৩৫তম বিসিএস পরীক্ষা]*

ক. প্রবোধ চন্দ্র সেন খ. প্রমথ চৌধুরী
গ. প্রমথনাথ বিশি ঘ. প্রদ্যুম্ন মিত্র

০৭. 'বীরবল' ছদ্মনামে কে লিখতেন? *[৩২তম বিসিএস পরীক্ষা]*

ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

০৮. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গল্প কোনটি? *[৩২তম বিসিএস পরীক্ষা]*

ক. পদ্মরাগ খ. পদ্মগোখরা
গ. পদ্মপুরাণ ঘ. পদ্মাবতী

০৯. নিচের কোনটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম? *[৩০তম বিসিএস পরীক্ষা]*

ক. বীরবল খ. ভিমরুল
গ. অনিলাদেবী ঘ. যাযাবর

১০. 'জীবনে জ্যাঠামি ও সাহিত্যে ন্যাকামি' সহ্য করতে পারতেন না- *[২৭তম বিসিএস পরীক্ষা]*

ক. বঙ্কিমচন্দ্র খ. সৈয়দ মুজতবা আলী
গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. প্রমথনাথ বিশী

১১. কত খ্রিস্টাব্দে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী' পদক লাভ করেন? *[২৭তম বিসিএস পরীক্ষা]*

ক. ১৯১৬ খ. ১৯২৩
গ. ১৯৩৩ ঘ. ১৯০৩

১২. 'দারিদ্র্য' কবিতাটি নজরুল ইসলামের কোন কাব্যের অন্তর্ভুক্ত? *[২৬তম বিসিএস পরীক্ষা]*

ক. সাম্যবাদী খ. বিষের বাঁশী
গ. সিন্ধুহিন্দোল ঘ. নতুন চাঁদ

১৩. কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস কোনটি? *[২৬তম ও ২৪তম বিসিএস পরীক্ষা]*

ক. মৃত্যুক্ষুধা খ. আলেয়া
গ. ঝিলিমিলি ঘ. মধুমালা

১৪. কোন কবিতা রচনার জন্য কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নি-বীণা' কাব্য নিষিদ্ধ হয়? *[২৫তম বিসিএস পরীক্ষা]*

ক. বিদ্রোহী খ. আনন্দময়ীর আগমনে
গ. প্রলয়োল্লাস ঘ. রক্তাম্বরধারিনী মা

১৫. কাজী নজরুল ইসলামের নামের সাথে জড়িত 'ধুমকেতু' কোন্ ধরনের প্রকাশনা? *[২৪তম বিসিএস পরীক্ষা]*

ক. কবিতা খ. পত্রিকা
গ. উপন্যাস ঘ. ছোটগল্প

১৬. "কাটাকুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টীকা" – এই উদ্ধৃতাংশটি কোন্ কবির রচনা? *[২৪তম বিসিএস পরীক্ষা]*

ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ. বেনজীর আহমেদ

১৭. 'ফণিমনসা' কাব্যের রচয়িতা কে? *[২৪তম বিসিএস পরীক্ষা]*

ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. আহসান হাবীব
গ. সিকানদার আবু জাফর ঘ. হাসান হাফিজুর রহমান

১৮. শরৎচন্দ্রের কোন উপন্যাসটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল? *[২৪তম বিসিএস পরীক্ষা]*

ক. পথের দাবী খ. নিষ্কৃতি
গ. চরিত্রহীন ঘ. দত্তা

১৯. কোন গ্রন্থটি এয়াকুব আলী চৌধুরী প্রণীত? *[২৪তম বিসিএস (বাতিল) পরীক্ষা]*

ক. মোস্তফা চরিত খ. নয়া জাতির স্রষ্টা হযরত মোহাম্মদ
গ. বিশ্বনবী ঘ. মানব-মুকুট

২০. কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কোন কবিতার জন্য কারাভোগ করেন? *[২৩তম ও ২২তম বিসিএস পরীক্ষা]*

ক. বিদ্রোহী খ. সৃষ্টি সুখের উল্লাসে
গ. আনন্দময়ীর আগমনে ঘ. বাতায়ন পাশে তরুর সারি

২১. কোনটি হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জীবনীগ্রন্থ? *[২২তম বিসিএস পরীক্ষা]*

ক. মরুমায়া খ. মরু ভাস্কর
গ. মরুতীর্থ ঘ. মরু কুসুম

২২. কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত রচনা কোনটি? *[২২তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী খ. মুক্তি
গ. পদ্ম গোখরো ঘ. বিদ্রোহী

২৩. কোনটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গ্রন্থ? *[২১তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. বিষের বাঁশী খ. বন্দীর বন্দনা
গ. সন্দ্বীপের চর ঘ.রূপসী বাংলা

২৪. 'আবোল-তাবোল' কার লেখা? *[২১তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
খ. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
গ. সুকুমার রায়
ঘ. সত্যজিৎ রায়

২৫. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গ্রন্থ কোনটি? *[২০তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. অগ্নিকোণ খ. মরুশিখা
গ. মরুসূর্য ঘ. রাঙা জবা

২৬. কাজী নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী? *[২০তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. অগ্নিবীণা খ. বিষের বাঁশি
গ. ভাঙার গান ঘ. প্রলয়োল্লাস

২৭. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কবি নজরুল ইসলামের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? *[১৯তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. অগ্নি-বীণা খ. বিষের বাঁশী
গ. দোলনচাঁপা ঘ. বাঁধনহারা

২৮. কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের মূল উপজীব্য কী? *[১৮তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. চাষী জীবনের করুণ চিত্র
খ. কৃষক সমাজের সংগ্রামশীল চিত্র
গ. তৎকালীন মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র
ঘ. মুসলিম জমিদার শ্রেণির জীবনকাহিনী

২৯. উন্নত জীব, মানব জীবন, 'মহৎ জীবন'- গ্রন্থত্রয়ের রচয়িত- *[১৭তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. এয়াকুব আলী চৌধুরী খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. ডা. লুৎফর রহমান ঘ. মোহিতলাল মজুমদার

৩০. বাংলা সাহিত্যে কোন খ্যাতিমান লেখক 'বীরবল' ছদ্মনামে পরিচিত? *[১৭তম ও ১৪তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

**৩১. 'কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর?
মানুষের মাঝেই স্বর্গ-নরক-মানুষেতে সুরাসুর।'- কার রচনা?** *[১৬তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. সৈয়দ এমদাদ আলী খ. অতুল প্রসাদ সেন
গ. শেখ ফজলুল করিম ঘ. কামিনী রায়

৩২. কাজী নজরুল ইসলাম 'সঞ্চিতা' কাব্য কাকে উৎসর্গ করেন? *[১৬তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. চিত্তরঞ্জন দাসকে খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে
গ. বীরজাসুন্দরী দেবীকে ঘ. প্রমীলা দেবীকে

৩৩. 'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত'- উক্তিটি কার? *[১৫তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. লুৎফর রহমান ঘ. প্রমথ চৌধুরী

৩৪. 'অনল প্রবাহ' কে রচনা করেছেন? *[১৩তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. মোজাম্মেল হক খ. শেখ ফজলুল করিম
গ. আবুল হোসেন ঘ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী

৩৫. বেগম রোকেয়ার রচনা কোনটি? *[১১তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. মতিচুর খ. লালসালু
গ. অবরোধবাসিনী ঘ. ভাষা ও সাহিত্য

৩৬. 'রাজলক্ষ্মী' চরিত্রটির স্রষ্টা ঔপন্যাসিক কে? *[১১তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
খ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম

৩৭. অগ্নি-বীণা কাব্যগ্রন্থে সংকলিত প্রথম কবিতা হল– *[১০ম বিসিএস]*
ক. বিদ্রোহী খ. প্রলয়োল্লাস
গ. আনন্দময়ীর আগমনে ঘ. চক্রবাক

৩৮. কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের রচনা নয়?
ক. ছায়ানট খ. চক্রবাক
গ. রুদ্রমঙ্গল ঘ. বালুচর

৩৯. নিচের কোনটি ভ্রমণ সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ নয়?
ক. চার-ইয়ারি কথা খ. পালামৌ
গ. দৃষ্টিপাত ঘ. দেশে-বিদেশে

৪০. মোজাম্মেল হক রচিত উপন্যাস কোনটি?
ক. আব্দুল্লাহ খ. আনোয়ারা
গ. জোহরা ঘ. বনলতা

৪১. 'জোহরা' উপন্যাসের রচয়িতা হলেন-
ক. প্যারীচাঁদ মিত্র খ. মীর মশাররফ হোসেন
গ. কাজী ইমদাদুল হক ঘ. মোজাম্মেল হক

৪২. 'জাতীয় ফোয়ারা' কাব্য রচনা করেন?
ক. মীর মশাররফ হোসেন খ. কাজী ইমদাদুল হক
গ. মোজাম্মেল হক ঘ. কায়কোবাদ

৪৩. নিচের কোনটি মোজাম্মেল হক রচিত নয়?
ক. রত্নবতী খ. জাতীয় ফোয়ারা
গ. দারফ খাঁ গাজী ঘ. জোহরা

৪৪. 'আলো ও ছায়া' কোন ধরনের রচনা?
ক. নাটক খ. কাব্যগ্রন্থ
গ. উপন্যাস ঘ. প্রহসন

৪৫. 'অশোক-সঙ্গীত-এর স্রষ্টা কে?
ক. আবুল হোসেন খ. প্যারীচাঁদ মিত্র
গ. গিরিশচন্দ্র সেন ঘ. কামিনী রায়

৪৬. নিচের কোনটি কামিনী রায়ের সৃষ্টিকর্ম?
ক. দীপ ও ধূপ খ. আলো ও আশা
গ. বাঁচা ও মরা ঘ. বন ও বৃক্ষ

৪৭. 'নির্মাল্য' কে রচনা করেন?
ক. জিয়া হায়দার খ. রামনারায়ণ তর্করত্ন
গ. কালিদাস রায় ঘ. কামিনী রায়

৪৮. 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি'-এর রচয়িতা কে?
ক. সিকান্দার আবু জাফর খ. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
গ. ফররুখ আহমদ ঘ. আহসান হাবীব

৪৯. 'বেনু ও বীণা' কোন ধরনের রচনা?
ক. নাটক খ. কাব্যগ্রন্থ
গ. উপন্যাস ঘ. প্রবন্ধ

৫০. নিচের কোনটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের উপন্যাস?
ক. মতিচূর খ. জমকালো
গ. আব্দুল্লাহ ঘ. জনম দুঃখী

৫১. 'হোমশিখা' সৃষ্টিকর্মটি কার?
ক. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত খ. বেগম রোকেয়া
গ. সেলিনা হোসেন ঘ. সুফিয়া কামাল

৫২. 'তীর্থ রেণু' কোন ধরনের সাহিত্যকর্ম?
ক. নাটক খ. প্রবন্ধ
গ. উপন্যাস ঘ. কাব্যগ্রন্থ

৫৩. 'জীবন-চরিত' কোন ধরনের গ্রন্থ?
ক. গদ্যগ্রন্থ খ. উপন্যাস
গ. কাব্যগ্রন্থ ঘ. নাটক

৫৪. 'ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি' কাব্যের রচয়িতা কে?
ক. কাজী ইমদাদুল হক খ. সুফিয়া কামাল
গ. শেখ ফজলুল করিম ঘ. রোকেয়া সাখাওয়াত

৫৫. 'বিবি রহিমা' কোন ধরনের গ্রন্থ?
ক. উপন্যাস খ. গীতিকাব্য
গ. নাটক ঘ. গদ্যগ্রন্থ

৫৬. কাজী নজরুল ইসলামের জন্মস্থান-
ক. কুমিল্লা খ. ত্রিশাল
গ. বর্ধমান ঘ. চট্টগ্রাম

৫৭. বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কোন সালের কত তারিখে পরলোকগমন করেন?
ক. ১৯৭২ সালের ১৪ আগস্ট
খ. ১৯৭৪ সালের ০২ জানুয়ারি
গ. ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট
ঘ. ১৯৭৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি

৫৮. কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবর কোথায় অবস্থিত?
ক. আজিমপুরের কবরস্থানে
খ. মীরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে
গ. বনানীতে
ঘ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে

৫৯. কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে কোন দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়?
ক. যুক্তরাজ্য খ. কানাডা
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. ভারত

৬০. 'ব্যথার দান' বইয়ের লেখক কে?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. জহির রায়হান
গ. শওকত ওসমান ঘ. কবি জসীমউদদীন

৬১. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের রচনা কোনটি?
ক. ব্যথার দান খ. বসন্ত প্রয়াণ
গ. ধানকন্যা ঘ. শেষ খেলা

৬২. নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলোর মধ্যে যেটি গল্পগ্রন্থ সেটির নাম লিখুন?
ক. সাতসাগরের মাঝি খ. পদ্মানদীর মাঝি
গ. শিউলিমালা ঘ. শেষের কবিতা

৬৩. কোনটি নজরুলের রচনা?
ক. শিশু ভোলানাথ খ. লীলাবতী
গ. চোখের চাতক ঘ. বালুচর

৬৪. কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ-
ক. বিষের বাঁশী খ. বিদ্রোহী
গ. অগ্নিবীণা ঘ. রুবাইয়াৎ-ই হাফিজ

৬৫. 'কাজী নজরুল ইসলামের অগ্নিবীনা' কাব্যটি প্রকাশিত হয়-
ক. ১৯২০ সালে খ. ১৯২১ সালে
গ. ১৯২২ সালে ঘ. ১৯২৩ সালে

৬৬. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের গ্রন্থখানির নাম চিহ্নিত করুন-
ক. সাঁঝের বেলা খ. অগ্নিবীণা
গ. মায়া কাজল ঘ. ছায়ানীড়

উত্তরমালা

০১	ক	০২	গ	০৩	খ	০৪	ক	০৫	ঘ	০৬	খ	০৭	গ	০৮	খ	০৯	গ	১০	গ
১১	খ	১২	গ	১৩	ক	১৪	খ	১৫	খ	১৬	ক	১৭	ক	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	গ
২১	খ	২২	ক	২৩	ক	২৪	গ	২৫	ঘ	২৬	ক	২৭	ক	২৮	গ	২৯	গ	৩০	গ
৩১	গ	৩২	খ	৩৩	ঘ	৩৪	ঘ	৩৫	গ	৩৬	খ	৩৭	খ	৩৮	ঘ	৩৯	ক	৪০	গ
৪১	ঘ	৪২	গ	৪৩	ক	৪৪	খ	৪৫	ঘ	৪৬	ক	৪৭	ঘ	৪৮	খ	৪৯	খ	৫০	ঘ
৫১	ক	৫২	ঘ	৫৩	ক	৫৪	গ	৫৫	ঘ	৫৬	গ	৫৭	গ	৫৮	ঘ	৫৯	খ	৬০	ক
৬১	ক	৬২	গ	৬৩	গ	৬৪	গ	৬৫	গ	৬৬	খ								

Home Work

Teacher's Class Work অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে করবে এবং পরে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে।

০১. কাজী নজরুল ইসলামের জন্মসন–
ক. ১৮৬১ খ. ১৮৭৬ গ. ১৮৯৯ ঘ. ১৮৮৬

০২. কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম তারিখ কোনটি?
ক. ১১ জ্যৈষ্ঠ খ. ২২ শ্রাবণ
গ. ১২ ভাদ্র ঘ. ২৫ বৈশাখ

০৩. বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম বাংলা কোন সালে?
ক. ১৩০৬ খ. ১৩০৮ গ. ১৩০৯ ঘ. ১৩১১

০৪. কাজী নজরুল ইসলামের জন্মস্থান–
ক. কমিল্লা খ. ত্রিশাল গ. বর্ধমান ঘ. চট্টগ্রাম

০৫. কাজী নজরুল ইসলামের জীবনকাল কোনটি?
ক. ১৮২৪-১৮৭৩ খ্রি. খ. ১৮৫৬-১৯৩৭ খ্রি.
গ. ১৮৬১-১৯৪১ খ্রি. ঘ. ১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি.

০৬. কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবর কোথায় অবস্থিত?
ক. আজিমপুরের কবরস্থানে
খ. মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে
গ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে
ঘ. বনানীতে

০৭. কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম কত সালে ঢাকায় আসেন ?
ক. ১৯৭৬ খ. ১৯৭৪ গ. ১৯২৬ ঘ. ১৯৬২

০৮. কাজী নজরুল ইসলামকে কোন সালে ভারত থেকে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে আনা হয়?
ক. ১৯৭২ খ. ১৯৭৩ গ. ১৯৭৪ ঘ. ১৯৭৫

০৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাজী নজরুল ইসলামকে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে–
ক. ১৯৭৫ খ. ১৯৭৪ গ. ১৯৭৩ ঘ. ১৯৭৬

১০. 'ধূমকেতু' কোন কবির ছদ্মনাম?
ক. জসীমউদ্‌দীন খ. জীবনানন্দ দাশ
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. শামসুর রাহমান

১১. কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন সালে প্রকাশিত হয়?
ক. ১৯২৬ খ. ১৯২৫ গ. ১৯২২ ঘ. ১৯২১

১২. নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়?
ক. সাপ্তাহিক বিজলীতে খ. মাসিক মোসলেম ভারতে
গ. দৈনিক ছোলতানে ঘ. দৈনিক নবযুগে

১৩. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
ক. অগ্নিবীণা খ. বিষের বাঁশি
গ. দোলন-চাঁপা ঘ. বাঁধনহারা

১৪. সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হওয়া নজরুলের একটি কাব্যগ্রন্থ–
ক. সর্বহারা খ. জিঞ্জির গ. প্রলয়শিখা ঘ. সাম্যবাদী

১৫. কোন কবিতা রচনার জন্য কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' কাব্য নিষিদ্ধ হয়?
ক. বিদ্রোহী খ. আনন্দময়ীর আগমনে
গ. প্রলয়োল্লাস ঘ. রক্তাম্বরধারিণী মা

টীকা: *'ধূমকেতু' সেপ্টেম্বর সংখ্যায় রাজনৈতিক কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রকাশিত হলে পত্রিকার এ সংখ্যা নিষিদ্ধ হয়। এ কবিতা রচনার জন্য কবিকে ব্রিটিশ সরকার ১ বছর কারাদণ্ড দেন। 'অগ্নিবীণা' কাব্যটি কখনো নিষিদ্ধ হয়নি। এ কাব্যের 'রক্তাম্বরধারিনী মা' কবিতাটি নিষিদ্ধ হয়।*

১৬. কাজী নজরুল ইসলামের প্রেমের কাব্য–
ক. অগ্নিবীণা খ. বিষের বাঁশি
গ. ভাঙার গান ঘ. সিন্ধু-হিন্দোল

১৭. কাজী নজরুল ইসলামের প্রেমের কাব্য কোনটি?
ক. ফণি-মনসা খ. বনগীতি
গ. দোলন-চাঁপা ঘ. গানের মালা

১৮. কোনটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গ্রন্থ?
ক. বিষের বাঁশি খ. বন্দীর বন্দনা
গ. সন্দ্বীপের চর ঘ. রূপসী বাংলা

১৯. 'ফণীমনসা' কাব্যের রচয়িতা কে?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. আহসান হাবীব
গ. সিকান্দার আবু জাফর ঘ. হাসান হাফিজুর রহমান

২০. কোন কবিতা রচনার কারণে নজরুল ইসলামের কারাদণ্ড হয়েছিল?
ক. বিদ্রোহী খ. আনন্দময়ীর আগমনে
গ. কাণ্ডারী হুশিয়ার ঘ. অগ্রপথিক

২১. কাজী নজরুলের 'মহররম' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?
ক. অগ্নিবীণা খ. ছায়ানট গ. মালঞ্চ ঘ. বুলবুল

২২. 'দারিদ্র্য' কবিতাটি নজরুল ইসলামের কোন কাব্যের অন্তর্গত?
ক. বিষের বাঁশি খ. সিন্ধু-হিন্দোল
গ. সাম্যবাদী ঘ. নতুন চাঁদ

২৩. কাজী নজরুল ইসলামের 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?
ক. অগ্নিবীণা খ. ছায়ানট
গ. ফণি-মনসা ঘ. সর্বহারা

২৪. কাজী নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী' কবিতা প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
ক. প্রবাসী খ. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
গ. লাঙ্গল ঘ. ভারতবর্ষ

২৫. 'নারী' কবিতাটি নজরুলের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
ক. বিষের বাঁশি খ. সর্বহারা
গ. সাম্যবাদী ঘ. সিন্ধু হিন্দোল

২৬. কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের রচনা নয়?
ক. ছায়ানট খ. চক্রবাক গ. রুদ্রমঙ্গল ঘ. বালুচর

২৭. 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' কাজী নজরুল ইসলামের এ কবিতায় 'গুবাক' শব্দের অর্থ–
ক. খেজুর খ. নারিকেল গ. ঝাউ ঘ. সুপারি

২৮. 'খেয়াপারের তরণী' কবিতার কবি কে?
ক. গোলাম মোস্তফা খ. কায়কোবাদ
গ. সানাউল হক ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম

২৯. ঢাকার নবাব পরিবারে এক মহিলার অঙ্কিত ছবি দেখে কাজী নজরুল ইসলাম কোন কবিতাটি রচনা করেছিলেন?
ক. খেয়াপারের তরণী খ. আনন্দময়ীর আগমনে
গ. মহররম ঘ. বিজয়িনী

৩০. 'শিউলিমালা' গল্পের লেখক কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. প্রমথ চৌধুরী

৩১. 'পদ্মগোখরা' গল্পটির রচয়িতা কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. মানিক বন্দোপাধ্যায় ঘ. প্রেমেন্দ্র মিত্র

৩২. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গল্প কোনটি?
ক. পদ্মরাগ খ. পদ্মগোখরা
গ. পদ্মপুরান ঘ. পদ্মাবতী

৩৩. 'দুর্দিনের যাত্রী' গ্রন্থের রচিত গল্প কোনটি?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ. আবুল মনসুর আহমদ ঘ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

৩৪. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ কোনটি?
ক. রাজবন্দীর রোজনামচা খ. দুর্দিনের দিনলিপি
গ. দুর্দিনের যাত্রী ঘ. জাপান যাত্রী

৩৫. 'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধটি লিখেছেন–
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. সৈয়দ মুজতবা আলী
গ. কাজী আবদুল ওদুদ ঘ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

৩৬. কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ সংকলন কোনটি?
ক. শিউলিমালা খ. অগ্নিবীণা
গ. রুদ্রমঙ্গল ঘ. ব্যথার দান

৩৭. 'রুদ্রমঙ্গল' কী ধরনের রচনা?
ক. গল্পগ্রন্থ খ. উপন্যাস গ. নাটক ঘ. প্রবন্ধ

৩৮. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' একটি–
ক. নাটক খ. প্রবন্ধগ্রন্থ গ. গল্প ঘ. উপন্যাস

৩৯. 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' কার লেখা?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪০. কাজী নজরুল ইসলামের লেখা 'ঝিলিমিলি' গ্রন্থখানি–
ক. কাব্য খ. নাটক গ. উপন্যাস ঘ. সংগীত

৪১. "ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান, আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান" পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. ফররুখ আহমদ ঘ. গোলাম মোস্তফা

৪২. "হে দারিদ্র তুমি মোরে করেছ মহান। তুমি মোরে দানিয়াছ, খ্রীস্টের সম্মান কণ্টক-মুকুট শোভা।" কবিতাংশটুকু কোন কবির কবিতার অংশ?
ক. কায়কোবাদ খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. ফররুখ আহমদ

৪৩. "বউ কথা কও, বউ কথা কও, কও কথা অভিমানিনী, সেধে সেধে কেঁদে কেঁদে যাবে কত যামিনী।" এই কবিতাংশটুকুর কবি কে?
ক. বেনজীর আহমেদ খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. শামসুর রাহমান

৪৪. "নাচে পাপ-সিন্ধুতে তুঙ্গ তরঙ্গ! মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ। নিঃশেষে নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে, ত্রাসে কাঁপে তরণীর পাপী যত নিঃস্বে।" পঙ্‌ক্তিটি কোন কবির রচনা?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. সুফিয়া কামাল

৪৫. "দেখিনু সেদিন রেলে, কুলি বলে এক বাবু সাব তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে।" পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. আহসান হাবীব
গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. সুফিয়া কামাল

৪৬. "কাটাকুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা, দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টীকা।" উদ্ধৃতাংশটি কোন কবির রচনা?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. শেখ ফজলুল করিম ঘ. মোহিতলাল মজুমদার

৪৭. "এ ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ চাহিনা করিতে বাদ প্রতিবাদ।" কোন কবির উক্তি?
ক. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. শামসুর রাহমান

৪৮. "চাষী ওরা, নয়কো চাষা, নয়কো ছোট লোক" বলেছেন–
ক. কবি ইকবাল খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. জসীমউদ্‌দীন

উত্তরমালা

০১	গ	০২	ক	০৩	ক	০৪	গ	০৫	ঘ	০৬	গ	০৭	গ	০৮	ক	০৯	খ	১০	গ
১১	গ	১২	ক	১৩	ক	১৪	গ	১৫	ঘ	১৬	ঘ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	ক	২০	খ
২১	ক	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	গ	২৫	গ	২৬	ঘ	২৭	ঘ	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	গ
৩১	খ	৩২	খ	৩৩	ক	৩৪	গ	৩৫	ক	৩৬	গ	৩৭	ঘ	৩৮	খ	৩৯	খ	৪০	খ
৪১	খ	৪২	গ	৪৩	খ	৪৪	খ	৪৫	ক	৪৬	ক	৪৭	গ	৪৮	খ				

Self Study

০১. বাংলাদেশের জাতীয় কবি কে?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. জসীমউদ্‌দীন
গ. বেনজীর আহমেদ ঘ. শামসুর রাহমান

০২. কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় 'কালাপাহাড়' কে স্মরণ করেছেন কেন?
ক. ব্রাহ্মণ্যযুগে নব মুসলিম ছিলেন বলে
খ. প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কার-বিদ্বেষী ছিলেন বলে
গ. প্রাচীন বাংলার বিদ্রোহী ছিলেন বলে
ঘ. ইসলামের গুণকীর্তন করেছিলেন বলে

০৩. কাজী নজরুল ইসলাম কোন সালে সাহিত্যে একুশে পদক পান?
ক. ১৯৭৬ খ. ১৯৭৭
গ. ১৯৭৮ ঘ. ১৯৭৯

০৪. বাংলাদেশের কোন স্থানটি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতির সাথে জড়িত?
ক. চুরুলিয়া খ. দরিরামপুর
গ. শান্তিডাঙ্গা ঘ. কালীগঞ্জ

০৫. বাংলাদেশের রণসংগীতের রচয়িতা কে?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. কায়কোবাদ ঘ. চন্দ্রাবতী

০৬. কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ–
ক. বিষের বাঁশি খ. বিদ্রোহী
গ. অগ্নিবীণা ঘ. রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ

০৭. কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' কাব্যটি প্রকাশিত হয়–
ক. ১৯২০ খ. ১৯২১
গ. ১৯২২ ঘ. ১৯২৩

০৮. 'অগ্নিবীণা' কে রচনা করেছেন?
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. কাজী নজরুল ইসলাম
ঘ. মোহিতলাল মজুমদার

০৯. 'অগ্নিবীণা' কাব্যের কবিতা সংখ্যা–
ক. ১২ খ. ১৪
গ. ১৯ ঘ. ১৭

১০. 'চক্রবাক' গ্রন্থটির রচয়িতা–
ক. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
খ. সুকুমার রায়
গ. কাজী নজরুল ইসলাম
ঘ. আবু ইসহাক

১১. 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে?
ক. গোলাম মোস্তফা খ. কামিনী রায়
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম

১২. কোনটি নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ
ক. ছায়ানট খ. মৃত্যুক্ষুধা
গ. ব্যথার দান ঘ. শিউলিমালা

১৩. কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম কী?
ক. নারী
খ. বাতায়নের পাশে গুবাক মরুর সারি
গ. বিদ্রোহী
ঘ. মুক্তি

১৪. কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত লেখা কোনটি?
ক. মুক্তি খ. বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনি
গ. হেনা ঘ. বিদ্রোহী

১৫. হাসি ও ব্যাঙ্গের নজরুল কাব্য–
ক. পূবের হাওয়া খ. ফণি-মনসা
গ. ভাঙার গান ঘ. চন্দ্রবিন্দু

১৬. 'দোলন-চাঁপা' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে?
ক. গোলাম মোস্তফা খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. যতীন্দ্রমোহন বাগচী ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭. 'বিষের বাঁশি' কে রচনা করেন?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. জসীমউদ্‌দীন
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. বন্দে আলী মিয়া

১৮. 'সঞ্চিতা' কোন কবির কাব্য সংকলন?
ক. জীবনানন্দ দাশ খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. জসীমউদ্‌দীন

১৯. কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'সঞ্চিতা' কাব্যটি কাকে উৎসর্গ করেছিলেন?

ক. বারীন্দ্রকুমার ঘোষ খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. বিরজাসুন্দরী দেবী ঘ. মুজাফ্ফর আহমদ

২০. 'মরুভাস্কর' কার রচনা?

ক. মোজাম্মেল হক খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. কায়কোবাদ ঘ. ইসলামইল হোসেন সিরাজী

২১. কাজী নজরুলের 'চল চল চল' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?

ক. সিন্ধু হিন্দোল খ. দোলন-চাঁপা
গ. ফণি-মনসা ঘ. সন্ধ্যা

২২. কাজী নজরুল ইসলামের রচিত গ্রন্থ কোনটি?

ক. অগ্নিকোণ খ. মরুশিখা
গ. মরুসূর্য ঘ. রাঙাজবা

২৩. 'বাঁধনহারা' কাজী নজরুল ইসলামের কোন ধরনের রচনা?

ক. উপন্যাস খ. নাটক
গ. কবিতা ঘ. ভ্রমণকাহিনি

২৪. নিচের কোনটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত একটি পত্রোপন্যাস?

ক. বাঁধনহারা খ. বসন্ত
গ. তাসের দেশ ঘ. অগ্নিবীণা

২৫. নজরুলের প্রথম উপন্যাস কোনটি?

ক. লালসালু খ. বাঁধনহারা
গ. ব্যথার দান ঘ. কোনোটিই নয়

২৬. কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস?

ক. রিক্তের বেদন খ. সর্বহারা
গ. আলেয়া ঘ. কুহেলিকা

২৭. কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস কোনটি?

ক. মৃত্যুক্ষুধা খ. আলেয়া
গ. ঝিলিমিলি ঘ. মধুমালা

২৮. কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস কাদের পটভূমিতে রচিত?

ক. বিপ্লবীদের খ. জমিদার শোষকদের
গ. গরিব-দুঃখীদের ঘ. নিগৃহীত মহিলাদের

২৯. কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস নয়?

ক. বাঁধনহারা খ. কুহেলিকা
গ. নদীবক্ষে ঘ. মৃত্যুক্ষুধা

৩০. 'ব্যথার দান' বইয়ের লেখক কে?

ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. জহির রায়হান
গ. শওকত ওসমান ঘ. কবি জসিমউদ্‌দীন

৩১. নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কোনটি?

ক. রাজবন্দীর জবানবন্দী খ. ব্যথার দান
গ. অগ্নিবীণা ঘ. নবযুগ

৩২. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'ব্যথার দান' কোন শ্রেণির রচনা?

ক. গল্প খ. কবিতা
গ. নাটক ঘ. গান

৩৩. 'ঝিলিমিলি' নাটকটি কে লিখেছেন?

ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. ইব্রাহীম খাঁ
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. আকবর উদ্দীন

৩৪. কোন গ্রন্থটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত নয়?

ক. অগ্নিবীণা খ. কুহেলিকা
গ. শেষ প্রশ্ন ঘ. দোলন-চাঁপা

৩৫. কোনটি নজরুল ইসলামের রচিত নয়?

ক. ভাঙ্গার গান খ. সাম্যবাদী
গ. অশ্রুমালা ঘ. চন্দ্রবিন্দু

৩৬. 'রমযানের ঐ রোজার শেষে এল খুশির ঈদ' গানটির রচয়িতা কে?

ক. গোলাম মোস্তফা খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. ফররুখ আহমদ ঘ. কায়কোবাদ

৩৭. 'মম একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য' এটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কবিতার চরণ–

ক. বিদ্রোহী খ. শাত-ইল-আরব
গ. প্রলয়োল্লাস ঘ. খেয়াপারের তরণী

৩৮. 'গাহি সাম্যের গান, ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।' পঙ্‌ক্তিটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কোন কবিতার অংশ?

ক. নারী খ. সাম্যবাদী
গ. জীবন বন্দনা ঘ. মানুষ

৩৯. 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাপার' গানটির রচয়িতা কে?

ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য
খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. ইসলামই হোসেন সিরাজী
ঘ. ফররুখ আহমদ

৪০. 'সাম্যের গান গাই-আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।' কবিতাংশটির রচয়িতা কে?

ক. বেগম সুফিয়া কামাল খ. শেখ ফজলুল করিম
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. বিহারীলাল চক্রবর্তী

৪১. নিচের উদ্ধৃতাংশ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কবিতা থেকে নেয়া হয়েছে? "কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা দাঁড়ী মুখে সারিগান-লা শরীক আল্লাহ।"

ক. কাণ্ডারী হুশিয়ার খ. খেয়াপারের তরণী
গ. সিন্ধু : প্রথম তরঙ্গ ঘ. সিন্ধু : দ্বিতীয় তরঙ্গ

৪২. "আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস, মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস।" পঙ্‌ক্তিটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কবিতার অংশ?

ক. বিদ্রোহী খ. সৃষ্টি সুখের উল্লাসে
গ. কাণ্ডারী হুশিয়ার ঘ. সাম্যবাদী

৪৩. "আমি ..... আমি এলোকেশে ঝড় অকাল বৈশাখীর। আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাত্রীর।"

ক. ঝঞ্ঝা খ. হাম্বীর
গ. চিরদুর্দম ঘ. ধূর্জটি

৪৪. 'আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি।' চরণটি কোন কবিতার?

ক. ধূমকেতু খ. বীরাঙ্গানা
গ. শিখা ঘ. বিদ্রোহী

৪৫. ত্রিশালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম কী?

ক. কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
খ. কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
গ. কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়
ঘ. কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

৪৬. কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে কোন দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়?

ক. যুক্তরাজ্য খ. কানাডা
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. ভারত

৪৭. 'চিত্তনামা' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা–

ক. অমিয় চক্রবর্তী খ. বিহারীলাল চক্রবর্তী
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. চিত্তরঞ্জন দাস

৪৮. কবি কাজী নজরুল ইসলামের কোন গ্রন্থটি নিষিদ্ধ হয়েছিল?

ক. অগ্নিবীণা খ. বিষের বাঁশী
গ. মৃত্যুক্ষুধা ঘ. পূবের হাওয়া

৪৯. বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কোন সালের কত তারিখে পরলোকগমন করেন?

ক. ১৯৭২ সালের ১৪ আগস্ট
খ. ১৯৭৪ সালের ০২ জানুয়ারি
গ. ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট
ঘ. ১৯৭৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি

৫০. 'আজি সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবিতাটি কোন কাব্যের?

ক. বিষের বাঁশী খ. অগ্নিবীণা
গ. দোলন-চাঁপা ঘ. ফণি-মনসা

৫১. 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতার নাম কী?

ক. আনোয়ার পাশা খ. শাত-ইল-আরব
গ. কোরবানী ঘ. মহররম

৫২. 'বহু যুবককে দেখিয়াছি যাহাদের যৌবনের উর্দির নিচে বার্ধক্যের কংকাল মূর্তি'– উক্তিটি কোন রচনার অংশ?

ক. দুরন্ত পথিক খ. রাজবন্দীর জবানবন্দী
গ. যৌবনের গান ঘ. জীবন বন্দনা

৫৩. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন সনে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে?

ক. ১৯২৩ সন খ. ১৯২২ সন
গ. ১৯১৯ সন ঘ. ১৯১৮ সন

উত্তরমালা

০১	ক	০২	খ	০৩	ক	০৪	খ	০৫	ক	০৬	গ	০৭	গ	০৮	গ	০৯	ক	১০	গ
১১	ঘ	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	খ	১৭	গ	১৮	খ	১৯	খ	২০	খ
২১	ঘ	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	ক	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	ক
৩১	খ	৩২	ক	৩৩	ক	৩৪	গ	৩৫	গ	৩৬	খ	৩৭	ক	৩৮	গ	৩৯	খ	৪০	গ
৪১	খ	৪২	ক	৪৩	ঘ	৪৪	ঘ	৪৫	ক	৪৬	খ	৪৭	গ	৪৮	খ	৪৯	গ	৫০	গ
৫১	ঘ	৫২	গ	৫৩	খ														

Class Exam

০১. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন সনে প্রথম প্রকাশিত হয়?

ক. ১৯২৩ সন খ. ১৯২২ সন

গ. ১৯১৯ সন ঘ. ১৯১৮ সন

০২. 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয় কোন সালে?

ক. ১৯০৯ খ. ১৯১০

গ. ১৯১৪ ঘ. ১৯২১

০৩. কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা কোনটি?

ক. মোসলেম ভারত

খ. ধূমকেতু

গ. সওগাত

ঘ. নওল বাহার

০৪. 'বীরবলের হালখাতা' গ্রন্থটি কোন ধরনের রচনা?

ক. কাব্য

খ. নাটক

গ. উপন্যাস

ঘ. প্রবন্ধ

০৫. 'সঞ্চিতা' কোন কবির কবিতার সংকলন?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

গ. মোহিতলাল মজুমদার

ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম

০৬. 'পথের দাবী' উপন্যাসের রচয়িতা কে?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খ. কায়কোবাদ

গ. কাজী নজরুল ইসলাম

ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

০৭. কাজী নজরুল ইসলামকে কোন সালে ভারত থেকে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে আনা হয়?

ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৩ সালে

গ. ১৯৭৪ সালে ঘ. ১৯৭৫ সালে

০৮. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'ব্যথার দান' কোন শ্রেণির রচনা?

ক. গল্প খ. কবিতা

গ. নাটক ঘ. গান

০৯. 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত প্রথম কবিতা–

ক. অগ্রপথিক খ. বিদ্রোহী

গ. প্রলয়োল্লাস ঘ. ধূমকেতু

১০. কোন কবিতাটি 'অগ্নিবীণা' কাব্যের নয়?

ক. প্রলয়োল্লাস

খ. ধূমকেতু

গ. রণভেরী

ঘ. যৌবনের গান

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি biddabari কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া এ্যাসাইনমেন্ট এর বাংলা অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।